দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে মহারাজ খট্বাঙ্গের বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি রাবণকে বধ করার পর কিভাবে তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে গিয়েছিলেন, তারও বর্ণনা করা হয়েছে।

মহারাজ খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু এবং তাঁর পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। ভগবান যখন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন এই চার অংশে অবতীর্ণ হন, তখন বাল্মীকি প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী মহর্ষিরা শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সংক্ষেপে সেই লীলা বর্ণনা করেছেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে গিয়ে মারীচ আদি রাক্ষসদের বধ করেন। হরধনু ভঙ্গের পর শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করেন এবং পরশুরামের দর্প হরণ করেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি লক্ষ্মণ এবং সীতাসহ বনে গমন করেন। সেখানে তিনি শূর্পণখার নাসাচ্ছেদন এবং খর, দূষণ আদি রাবণের অনুচরদের বধ করেন। সীতাদেবীকে অপহরণ করে রাবণ তার নিজের সর্বনাশের সূত্রপাত করে। মারীচ রাক্ষস যখন স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে আসে, তখন সীতাদেবীর প্রীতি সম্পাদনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাকে ধরতে যান, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ বনে সীতার অন্বেষণ করতে থাকেন। সেই অন্বেষণের সময় জটায়ুর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তারপর ভগবান অসুর কবন্ধকে বধ করেন, এবং বানররাজ বালিকে বধ করে সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। বানরসৈন্য নিয়ে তিনি সমুদ্রের তীরে যান এবং সমুদ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সমুদ্র না আসায় সমুদ্রপতি ভগবান ক্রুদ্ধ হন। তখন সমুদ্র শীঘ্র ভগবানের কাছে এসে তাঁর শরণাগত হন এবং তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চান। ভগবান তখন সেতুবন্ধন করেন এবং বিভীষণের সহায়তায় রাবণের রাজধানী লঙ্কা আক্রমণ করেন। ভগবানের নিত্যসেবক হনুমান পূর্বেই লঙ্কাদহন করেছিলেন, এবং এখন

লক্ষ্মণের সহায়তায় শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী সমস্ত রাক্ষস-সৈন্যদের বধ করেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং রাবণকে সংহার করেন। রাবণের মৃত্যুতে মন্দোদরী প্রমুখ রাবণপত্নীরা বিলাপ করতে থাকেন, এবং শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশে বিভীষণ তাঁর জ্ঞাতিবর্গের ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য এবং দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। অশোক বন থেকে সীতাদেবীকে উদ্ধারপূর্বক পুষ্পক রথে করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে আসেন, এবং তাঁর ভ্রাতা ভরত তাঁকে সম্বর্ধনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করেন, তখন ভরত তাঁর পাদুকা নিয়ে আসেন, বিভীষণ ও সুগ্রীব চামর ব্যজন করেন, হনুমান ছত্র ধারণ করেন, শত্রুঘ্ন ভগবানের ধনুক ও তূণ ধারণ করেন, এবং সীতাদেবী তীর্থের জল কমণ্ডলুতে ধারণ করেন। অঙ্গদ খড়্গ বহন করেন এবং জাম্ববান (ঋক্ষরাজ) বর্ম বহন করেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবী সহ শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁকে রাজারূপে অভিষিক্ত করেন। শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা শাসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

খট্টাঙ্গাদ্ দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ ।
অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্ দশরথোঽভবৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **খট্টাঙ্গাৎ**—মহারাজ খট্টাঙ্গ থেকে; **দীর্ঘবাহুঃ**—দীর্ঘবাহু নামক পুত্র; **চ**—এবং; **রঘুঃ তস্মাৎ**—তাঁর থেকে রঘুর জন্ম হয়েছিল; **পৃথুশ্রবাঃ**—মহাত্মা এবং যশস্বী; **অজঃ**—অজ নামক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **মহারাজঃ**—দশরথ নামক মহান রাজা; **তস্মাৎ**—অজ থেকে; **দশরথঃ**—দশরথ নামক; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু এবং তাঁর পুত্র মহাযশস্বী মহারাজ রঘু। রঘু থেকে অজ, এবং অজ থেকে মহারাজ দশরথের জন্ম হয়।

শ্লোক ২

তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো হরিঃ ।
অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ ।
রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্না ইতি সংজ্ঞয়া ॥ ২ ॥

তস্য—তাঁর, মহারাজ দশরথের; **অপি**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **এষঃ**—তাঁরা সকলে; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ব্রহ্মময়ঃ**—পরব্রহ্ম; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **অংশ-অংশেন**—অংশের অংশের দ্বারা; **চতুর্ধা**—চার মূর্তিতে; **অগাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **পুত্রত্বম্**—পুত্রত্ব; **প্রার্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **রাম**—রামচন্দ্র; **লক্ষ্মণ**—লক্ষ্মণ; **ভরত**—ভরত; **শত্রুঘ্নাঃ**—এবং শত্রুঘ্ন; **ইতি**—এইভাবে; **সংজ্ঞয়া**—বিভিন্ন নামের দ্বারা।

অনুবাদ

দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান শ্রীহরি তাঁর অংশ এবং অংশের অংশসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন। এইভাবে ভগবান চার মূর্তিতে মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁরা জীবতত্ত্ব নন। ভগবান বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। *অদ্বৈতম-চ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*। বিষ্ণুতত্ত্ব এক এবং অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বহু রূপ ও অবতার রয়েছে। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন আদি বহুরূপে ভগবান বিরাজমান, এবং তাঁর এই সমস্ত রূপ তাঁর সৃষ্টির যে কোন অংশে বিরাজমান থাকতে পারেন। এই সমস্ত রূপ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবানরূপে নিত্য। একটি দীপ থেকে অন্য বহু দীপ প্রজ্বলিত হলেও যেমন সব কটি দীপই সমশক্তি সমন্বিত, তেমনই ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরাও সকলেই পূর্ণ শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন বিষ্ণুতত্ত্ব হওয়ার ফলে, তাঁরা সকলেই সমান শক্তি সমন্বিত। দেবতাদের প্রার্থনার ফলে তাঁরা মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

তস্যানুচরিতং রাজন্নৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি ত্বয়া সীতাপতের্মুহুঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতাদের; **অনুচরিতম্**—দিব্য কার্যকলাপ; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **ঋষিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **তত্ত্ব-দর্শিভিঃ**—তত্ত্বদর্শীদের দ্বারা; **শ্রুতম্**—শোনা গেছে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বর্ণিতম্**—যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে; **ভূরি**—বহু; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **সীতা-পতেঃ**—সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা; **মুহুঃ**—পুনঃপুনঃ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য কার্যকলাপ তত্ত্বদর্শী ঋষিদের দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু আপনি বার বার সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র শ্রবণ করেছেন, তাই আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করব, দয়া করে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

আধুনিক যুগের রাক্ষসেরা বড় বড় উপাধির ভিত্তিতে নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে জাহির করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভগবান নন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু যাঁরা যথার্থই বিদ্বান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা কখনও সেই প্রকার ধারণা স্বীকার করেন না; তত্ত্বদর্শী পুরুষেরা যেভাবে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র এবং লীলাবিলাস বর্ণনা করেছেন, তা-ই কেবল তাঁরা স্বীকার করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" তত্ত্বদর্শী না হলে ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করা যায় না। তাই যদিও তথাকথিত বহু রামায়ণ বা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপের ইতিহাস রয়েছে, তাঁর সব কটিই প্রামাণিক নয়। কখনও কখনও নিজের কল্পনা, অনুমান অথবা ভাব প্রবণতার ভিত্তিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের

কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা কল্পনাপ্রসূত নয় এবং কখনও তা কল্পনা বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীরামচন্দ্রের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করার সময় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন, "আপনি ইতিমধ্যেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেছেন।" এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, পাঁচ হাজার বছর আগে বহু রামায়ণ ছিল এবং এখনও রয়েছে। কিন্তু কেবল সেই গ্রন্থগুলি গ্রহণ করা উচিত যা তত্ত্বদর্শীদের দ্বারা রচিত (*জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ*), এবং যে সমস্ত জড়বাদী পণ্ডিত তাদের উপাধির ভিত্তিতে জ্ঞানবান হওয়ার দাবি করে, তাদের রচিত তথাকথিত রামায়ণ কখনই প্রামাণিক নয়। এটিই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সাবধানবাণী। *ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ*। বাল্মিকী রচিত রামায়ণ যদিও বিশাল, সেই সমস্ত কার্যকলাপই এখানে শুকদেব গোস্বামী সংক্ষেপে কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪

গুর্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং
পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো
যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্ ।
বৈরূপ্যাচ্ছূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষা-
রোপিতভ্রবিজৃম্ভ-
ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহনঃ
কোসলেন্দ্রোঽবতান্নঃ ॥ ৪ ॥

গুরু-অর্থে—তাঁর পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য; **ত্যক্ত-রাজ্যঃ**—রাজপদ ত্যাগ করে; **ব্যচরৎ**—ভ্রমণ করেছিলেন; **অনুবনম্**—বনে বনে; **পদ্ম-পদ্ভ্যাম্**—তাঁর দুই পদকমলের দ্বারা; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর অতি প্রিয় পত্নী সীতাদেবী সহ; **পাণি-স্পর্শ-অক্ষমাভ্যাম্**—তা এতই কোমল ছিল যে, সীতাদেবীর সুকোমল হস্তের স্পর্শও তা সহ্য করতে পারত না; **মৃজিত-পথ-রুজঃ**—পথে ভ্রমণের ক্লান্তি অপনোদন করতেন; **যঃ**—যিনি; **হরীন্দ্র-অনুজাভ্যাম্**—বানর রাজ হনুমান এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ; **বৈরূপ্যাৎ**—বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হওয়ার ফলে; **শূর্পণখ্যাঃ**—রাক্ষসী শূর্পণখার; **প্রিয়-বিরহ**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পত্নী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে

দুঃখিত হয়ে; **রুষা-আরোপিত-ভ্রূ-বিজৃম্ভ**—তাঁর ক্রোধান্বিত ভ্রূভঙ্গির দ্বারা; **ত্রস্ত**—ভীত; **অব্ধিঃ**—সমুদ্র; **বদ্ধ-সেতুঃ**—সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করেছিলেন; **খল-দব-দহনঃ**—খল রাবণকে দাবানলের মতো সংহারকারী; **কোসল-ইন্দ্রঃ**—অযোধ্যার রাজা; **অবতাৎ**—প্রসন্ন হয়ে রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে, প্রিয় পত্নী সীতাদেবীর সুকোমল করস্পর্শ সহনে অসমর্থ চরণকমলের দ্বারা বনে বনে বিচরণ করেছিলেন, বানররাজ হনুমান (অথবা সুগ্রীব) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাঁর বনভ্রমণের শ্রান্তি অপনোদন করেছিলেন, যিনি শূর্পণখার নাক এবং কান কেটে তাকে বিকৃতরূপ করেছিলেন, সীতাদেবীর বিরহজনিত ক্রোধের দ্বারা যাঁর ভ্রূভঙ্গি দর্শন করে সমুদ্র ভীত হয়ে ভগবানকে সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করতে দিয়েছিলেন। তারপর রাবণের রাজ্যে প্রবেশ করে, আগুন যেভাবে বনকে গ্রাস করে, ঠিক সেইভাবে রাবণকে সংহার করেছিলেন সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ৫

বিশ্বামিত্রাধ্বরে যেন মারীচাদ্যা নিশাচরাঃ ।
পশ্যতো লক্ষ্মণস্যৈব হতা নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বামিত্র-অধ্বরে—বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞে; **যেন**—যাঁর দ্বারা (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা); **মারীচ-আদ্যাঃ**—মারীচ আদি; **নিশাচরাঃ**—অজ্ঞানের অন্ধকারে বিচরণশীল অসভ্য নিশাচরদের; **পশ্যতঃ লক্ষ্মণস্য**—লক্ষ্মণের সমক্ষে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হতাঃ**—হত্যা করেছিলেন; **নৈর্ঋত-পুঙ্গবাঃ**—রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞে অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র মারীচ আদি বহু রাক্ষস এবং নিশাচরদের সংহার করেছিলেন। লক্ষ্মণের সমক্ষে যিনি এই সমস্ত অসুরদের সংহার করেছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাদের কৃপাপূর্বক রক্ষা করুন।

শ্লোক ৬-৭

যো লোকবীরসমিতৌ ধনুরৈশমুগ্রং
সীতাস্বয়ংবরগৃহে ত্রিশতোপনীতম্ ।
আদায় বালগজলীল ইবেক্ষুযষ্টিং
সজ্জ্যীকৃতং নৃপ বিকৃষ্য বভঞ্জ মধ্যে ॥ ৬ ॥
জিত্বানুরূপগুণশীলবয়োঽঙ্গরূপাং
সীতাভিধাং শ্রিয়মুরস্যভিলব্ধমানাম্ ।
মার্গে ব্রজন্ ভৃগুপতের্ব্যনয়ৎ প্ররূঢ়ং
দর্পং মহীমকৃত যস্ত্রিররাজবীজাম্ ॥ ৭ ॥

যঃ—(শ্রীরামচন্দ্র) যিনি; **লোক-বীর-সমিতৌ**—এই পৃথিবীর বহু বীরদের মধ্যে বা সমাজে; **ধনুঃ**—ধনুক; **ঐশম্**—শিবের; **উগ্রম্**—অত্যন্ত কঠিন; **সীতা-স্বয়ংবর-গৃহে**—সীতার স্বয়ংবর সভায়; **ত্রিশত-উপনীতম্**—তিন শত মানুষের দ্বারা বাহিত; **আদায়**—(সেই ধনু) গ্রহণ করে; **বাল-গজ-লীলঃ**—ইক্ষুবনে হস্তীশাবকের মতো আচরণ করে; **ইব**—সদৃশ; **ইক্ষু-যষ্টিম্**—ইক্ষুদণ্ড; **সজ্জ্যীকৃতম্**—জ্যা আরোপণ করে; **নৃপ**—হে রাজন্; **বিকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **বভঞ্জ**—ভেঙ্গেছিলেন; **মধ্যে**—মধ্যে; **জিত্বা**—জয়লাভ করে; **অনুরূপ**—তাঁর পদ এবং সৌন্দর্যের উপযুক্ত; **গুণ**—গুণ; **শীল**—আচরণ; **বয়ঃ**—বয়স; **অঙ্গ**—শরীর; **রূপাম্**—সৌন্দর্য; **সীতা-অভিধাম্**—সীতা নামক কন্যা; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **উরসি**—বক্ষে; **অভিলব্ধমানাম্**—পূর্বে প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **মার্গে**—পথে; **ব্রজন্**—ভ্রমণকালে; **ভৃগুপতেঃ**—ভৃগুপতির; **ব্যনয়ৎ**—চূর্ণ করেছিলেন; **প্ররূঢ়ম্**—অতি গভীর মূল সমন্বিত; **দর্পম্**—দর্প; **মহীম্**—পৃথিবী; **অকৃত**—শূন্য করেছিলেন; **যঃ**—যিনি; **ত্রিঃ**—তিন (সপ্ত) বার; **অরাজ**—ক্ষত্রিয়শূন্য; **বীজাম্**—বীজ।

অনুবাদ

হে রাজন্, শ্রীরামচন্দ্রের লীলা হস্তীশাবকের মতো অদ্ভুত। তিনি সীতার স্বয়ংবর সভায় পৃথিবীর সমস্ত বীরদের মধ্যে হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন। সেই ধনুক এত ভারী ছিল যে, তিন শত মানুষকে তা বহন করতে হত, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনুকে জ্যা আরোপণ করে তা ভঙ্গ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি হস্তীশাবক ইক্ষুদণ্ড ভঙ্গ করে। এইভাবে ভগবান সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ

করেছিলেন, যিনি আকৃতি, সৌন্দর্য, গুণ, বয়স এবং স্বভাবে তাঁরই সমতুল্য ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তিনি ছিলেন তাঁরই বক্ষবিলাসিনী নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবী। স্বয়ংবর সভায় তাঁকে জয় করে শ্রীরামচন্দ্র যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে পরশুরামের সাক্ষাৎ হয়। পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করার ফলে পরশুরাম অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজকুলে আবির্ভূত হয়ে ভগবান তাঁর দর্পচূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নিদেশং
স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্যঃ ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং
ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ ॥ ৮ ॥

যঃ—(ভগবান শ্রীরামচন্দ্র) যিনি; **সত্য-পাশ-পরিবীত-পিতুঃ**—তাঁর পিতার, যিনি তাঁর পত্নীর কাছে প্রতিজ্ঞারূপ পাশের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন; **নিদেশম্**—আদেশ; **স্ত্রৈণস্য**—তাঁর পিতার, যিনি তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **শিরসা**—তাঁর মস্তকে; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **স-ভার্যঃ**—তাঁর পত্নীসহ; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **প্রণয়িনঃ**—আত্মীয়স্বজন; **সুহৃদঃ**—বন্ধুবান্ধব; **নিবাসম্**—বাসস্থান; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **বনম্**—বনে; **অসূন্**—জীবন; **ইব**—সদৃশ; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—মুক্ত আত্মা।

অনুবাদ

পত্নীর কাছে প্রতিজ্ঞার পাশে আবদ্ধ পিতার আদেশ পালন করে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাসস্থান এবং অন্য সব কিছু ত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন মুক্ত পুরুষ সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে তাঁর প্রাণ ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ দশরথের তিন পত্নী ছিলেন। তাদের অন্যতম কৈকেয়ীর সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে বর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী সেই বর তখন গ্রহণ না করে বলেছিলেন যখন প্রয়োজন হবে তখন তিনি সেই বর গ্রহণ করবেন। শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের সময় কৈকেয়ী দশরথের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর

পুত্র ভরতকে যেন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানো হয়। প্রতিজ্ঞারূপ পাশের বন্ধনে আবদ্ধ মহারাজ দশরথ তাঁর পত্নীর নির্দেশ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রকে বনে যেতে বলেন। পিতৃভক্ত পুত্ররূপে ভগবান তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ শিরোধার্য করেন। মুক্ত পুরুষ বা মহাযোগী যেভাবে জড় বিষয়-বাসনাশূন্য হয়ে তাঁর জীবন ত্যাগ করেন, ঠিক তেমনভাবেই তিনি নির্দ্বিধায় সর্বস্ব ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

রক্ষঃস্বসুর্ব্যকৃত রূপমশুদ্ধবুদ্ধে-
স্তস্যাঃ খরত্রিশিরদূষণমুখ্যবন্ধূন্ ।
জঘ্নে চতুর্দশসহস্রমপারণীয়-
কোদণ্ডপাণিরটমান উবাস কৃচ্ছ্রম্ ॥ ৯ ॥

রক্ষঃ-স্বসুঃ—রাক্ষস (রাবণের) ভগ্নী শূর্পণখার; **ব্যকৃত**—(ভগবান শ্রীরামচন্দ্র) বিকৃত করেছিলেন; **রূপম্**—রূপ; **অশুদ্ধ-বুদ্ধেঃ**—কামের দ্বারা তার বুদ্ধি কলুষিত হওয়ার ফলে; **তস্যাঃ**—তার; **খর-ত্রিশির-দূষণ-মুখ্য-বন্ধূন্**—খর, ত্রিশির এবং দূষণ প্রমুখ বহু বন্ধুদের; **জঘ্নে**—(ভগবান শ্রীরামচন্দ্র) সংহার করেছিলেন; **চতুর্দশ-সহস্রম্**—চোদ্দ হাজার; **অপারণীয়**—অপরাজেয়; **কোদণ্ড**—ধনুক এবং বাণ; **পাণিঃ**—হস্তে; **অটমানঃ**—বনে ভ্রমণ করেছিলেন; **উবাস**—বাস করেছিলেন; **কৃচ্ছ্রম্**—মহা কষ্টে।

অনুবাদ

অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টময় জীবন স্বীকার করে তিনি বনে বিচরণ করেছিলেন। ধনুর্বাণ হস্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মন্দবুদ্ধি রাবণের ভগ্নী শূর্পণখার নাক এবং কান ছিন্ন করে তার রূপ বিকৃত করেছিলেন। তিনি খর, ত্রিশির, দূষণ প্রমুখ শূর্পণখার চোদ্দ হাজার রাক্ষস বন্ধুদের সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ১০

সীতাকথাশ্রবণদীপিতহৃচ্ছয়েন
সৃষ্টং বিলোক্য নৃপতে দশকন্ধরেণ ।
জঘ্নেঽদ্ভুতৈণবপুষাশ্রমতোঽপকৃষ্টো
মারীচমাশু বিশিখেন যথা কমুগ্রঃ ॥ ১০ ॥

সীতা-কথা—সীতাদেবীর কথা; **শ্রবণ**—শ্রবণ করে; **দীপিত**—উদ্দীপ্ত হয়েছিল; **হৃৎ-শয়েন**—রাবণের চিত্তে কামবাসনা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **বিলোক্য**—তা দর্শন করে; **নৃপতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দশ-কন্ধরেণ**—দশানন রাবণের দ্বারা; **জঘ্নে**—ভগবান হত্যা করেছিলেন; **অদ্ভুত-এণ-বপুষা**—সোনার হরিণের দ্বারা; **আশ্রমতঃ**—তাঁর আশ্রম থেকে; **অপকৃষ্টঃ**—দূরে নীত হয়েছিলেন; **মারীচম্**—স্বর্ণমৃগের রূপধারী মারীচ রাক্ষস; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **বিশিখেন**—তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **কম্**—দক্ষ; **উগ্রঃ**—মহাদেব।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দশানন রাবণ যখন সীতাদেবীর সৌন্দর্যের কথা শুনেছিল, তখন তার চিত্তে কামানল উদ্দীপ্ত হয়েছিল। সে তখন সীতাদেবীকে হরণ করার বাসনায় শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রম থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি স্বর্ণমৃগের রূপধারী মারীচকে সেখানে পাঠিয়েছিল, এবং রামচন্দ্র সেই অদ্ভুত মৃগটিকে দর্শন করে তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর আশ্রম থেকে দূরে নীত হয়েছিলেন, এবং মহাদেব যেভাবে দক্ষকে বধ করেছিলেন, সেইভাবে তিনি শরের দ্বারা সেই হরিণটিকে বধ করেছিলেন।

শ্লোক ১১

রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্ বিপিনেঽসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্যপযাপিতায়াম্ ।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার ॥ ১১ ॥

রক্ষঃ-অধমেন—রাক্ষসাধম রাবণের দ্বারা; **বৃক-বৎ**—নেকড়ে বাঘের মতো; **বিপিনে**—বনে; **অসমক্ষম্**—অরক্ষিতা; **বৈদেহ-রাজ-দুহিতরি**—বিদেহরাজের কন্যা সীতাদেবীকে; **অপযাপিতায়াম্**—অপহৃত হয়ে; **ভ্রাত্রা**—তাঁর ভ্রাতাসহ; **বনে**—বনে; **কৃপণ-বৎ**—অত্যন্ত দীনবৎ; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয় পত্নীর দ্বারা; **বিযুক্তঃ**—বিচ্ছিন্ন; **স্ত্রী-সঙ্গিনাম্**—স্ত্রীসঙ্গীর প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের; **গতিম্**—গতি; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রথয়ন্**—দৃষ্টান্ত দান করে; **চচার**—বিচরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র যখন সেই হরিণকে অনুসরণ করতে করতে বনের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং লক্ষ্মণও যখন অনুপস্থিত ছিলেন, তখন রাক্ষসাধম রাবণ বাঘ যেভাবে মেষপালকের অনুপস্থিতিতে মেষ অপহরণ করে, ঠিক সেইভাবে বিদেহ রাজের কন্যা সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। তখন ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পত্নীর বিরহে যেন অত্যন্ত কাতর হয়ে বনে বনে বিচরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গের দুঃখময় পরিণতি প্রদর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি* পদটি ইঙ্গিত করে যে, স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তির পরিণতি ভগবান স্বয়ং প্রদর্শন করেছেন। নৈতিক উপদেশে বলা হয়েছে, *গৃহে নারীং বিবর্জয়েৎ*—কেউ যখন দূরদেশে গমন করে, তখন স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়। পুরাকালে মানুষেরা যানবাহন ব্যতীত ভ্রমণ করত, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব প্রবাসকালে স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে পিতার আদেশে রামচন্দ্রের মতো বনবাসী হলে। গৃহেই হোক অথবা বনেই হোক, স্ত্রীর প্রতি এই আসক্তি বিপজ্জনক, যা ভগবান স্বয়ং তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শন করেছেন।

এটি অবশ্য জড় জগতের স্ত্রীসঙ্গীদের অবস্থা, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্থিতি চিন্ময়, কারণ তিনি এই জড় জগতের অধিবাসী নন। *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—নারায়ণ জড়া প্রকৃতির অতীত। যেহেতু তিনি এই জড় জগতের স্রষ্টা, তাই তিনি জড় জগতের কোন অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না। সীতাদেবীর থেকে শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ হচ্ছে চিদ্‌গতভাবে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির শৃঙ্গার রসজনিত বিপ্রলম্ভ। চিৎ-জগতে ভগবানের আচরণে সাত্ত্বিক সঞ্চারী, বিলাপ, মূর্ছা এবং উন্মাদের লক্ষণ সমন্বিত প্রেমের সমস্ত আচরণগুলি বর্তমান। তাই সীতাদেবীর বিরহে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই সমস্ত চিন্ময় লক্ষণগুলি প্রকাশ করেছিলেন। ভগবান নিরাকার অথবা নিঃশক্তিক নন। পক্ষান্তরে, তিনি *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*। তাই চিন্ময় আনন্দের সমস্ত লক্ষণগুলি তাঁর মধ্যে রয়েছে। প্রিয়ার বিরহের অনুভূতিও চিন্ময় আনন্দের একটি অঙ্গ। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন, *রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিঃ*—রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমের বিনিময় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত হয়। ভগবান সমস্ত আনন্দের উৎস। তাই শ্রীরামচন্দ্র

জড়-জাগতিক এবং চিন্ময় উভয় সত্যই প্রকাশ করেছেন। জড় জগতে যারা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত তারা দুঃখভোগ করে, কিন্তু চিৎ-জগতে ভগবান এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তির বিরহ ভগবানের চিন্ময় আনন্দ বর্ধিত করে। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/১১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

যারা ভগবানের পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। কিন্তু ভগবানের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলি কোন রকম জড় পরিস্থিতির দ্বারা কখনও প্রভাবিত হতে পারে না। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *স্কন্দ পুরাণ* থেকে মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রদান করেছেন—

নিত্যপূর্ণসুখজ্ঞানস্বরূপোঽসৌ যতো বিভুঃ ।
অতোঽস্য রাম ইত্যাখ্যা তস্য দুঃখং কুতোঽপি ॥
তথাপি লোকশিক্ষার্থমদুঃখো দুঃখবর্তিবৎ ।
অন্তর্হিতাং লোকদৃষ্ট্যা সীতামাসীৎ স্মরন্নিব ॥
জ্ঞাপনার্থং পুনর্নিত্যসম্বন্ধঃ স্বাত্মনঃ শ্রিয়াঃ ।
অযোধ্যায়া বিনির্গচ্ছন্ সর্বলোকস্য চেশ্বরঃ ।
প্রত্যক্ষং তু শ্রিয়া সার্ধং জগামানাদিরব্যয়ঃ ॥
নক্ষত্রমাসগণিতং ত্রয়োদশসহস্রকম্ ।
ব্রহ্মলোকসমং চক্রে সমঙ্গং ক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥
রামো রামো রাম ইতি সর্বেষামভবৎ তদা ।
সর্বোরমময়ো লোকো যদা রামস্ত্বপালয়ৎ ॥

রাবণের পক্ষে সীতাকে হরণ করা অসম্ভব। রাবণ যে সীতার রূপকে হরণ করেছিল তা হচ্ছে মায়াসীতা। সীতার অগ্নি পরীক্ষার সময় মায়াসীতা দগ্ধ হয় এবং প্রকৃত সীতা অগ্নি থেকে আবির্ভূত হন।

এই দৃষ্টান্ত থেকে আর একটি শিক্ষাও লাভ করা যায়—এই জড় জগতে স্ত্রী যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ স্ত্রী অরক্ষণীয়া থাকলে রাবণের মতো রাক্ষসেরা তাকে ভোগ করবে। এখানে *বৈদেহরাজদুহিতরি* পদটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবীর বিবাহের পূর্বে তিনি তাঁর পিতা বিদেহরাজের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। বিবাহের পর তাঁর পতি তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, স্ত্রীকে সব সময় রক্ষা করা উচিত। বৈদিক নীতি অনুসারে স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন অবকাশ নেই (*অসমক্ষম্*), কারণ স্ত্রী নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

শ্লোক ১২

দগ্ধ্বাত্মকৃত্যহতকৃত্যমহন্ কবন্ধং
সখ্যং বিধায় কপিভির্দয়িতাগতিং তৈঃ ।
বুদ্ধ্বাথ বালিনি হতে প্লবগেন্দ্রসৈন্যৈ-
র্বেলামগাৎ স মনুজোঽজভবার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ১২ ॥

দগ্ধ্বা—দহন করার দ্বারা; **আত্ম-কৃত্য-হত-কৃত্যম্**—ভগবানের উদ্দেশ্যে নিহত জটায়ুর সৎকার করে; **অহন্**—হত্যা করেছিলেন; **কবন্ধম্**—কবন্ধ নামক অসুরকে; **সখ্যম্**—বন্ধুত্ব; **বিধায়**—সৃষ্টি করে; **কপিভিঃ**—বানর সেনাপতিদের সঙ্গে; **দয়িতা-গতিম্**—সীতা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **বুদ্ধ্বা**—জেনে; **অথ**—তারপর; **বালিনি হতে**—বালি নিহত হলে; **প্লবগ-ইন্দ্র-সৈন্যৈঃ**—বানর সৈন্যদের সাহায্যে; **বেলাম্**—সমুদ্রের তটে; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **মনুজঃ**—মনুষ্যরূপধারী; **অজ**—ব্রহ্মার দ্বারা; **ভব**—এবং শিবের দ্বারা; **অর্চিত-অঙ্ঘ্রিঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, শিব, যাঁর শ্রীপাদপদ্মের পূজা করেন, মনুষ্যরূপধারী সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তারপর ভগবান কবন্ধ নামক অসুরকে হত্যা করেন, এবং বানরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বালি বিনাশের পর, সীতাদেবীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাবণ যখন সীতাদেবীকে অপহরণ করে, তখন পক্ষীরাজ জটায়ু তাকে বাধা দেন, কিন্তু শক্তিশালী রাবণ যুদ্ধে জটায়ুকে পরাজিত করে তাঁর পক্ষচ্ছেদন করে। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতার অন্বেষণ করছিলেন, তখন মৃতপ্রায় জটায়ুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং জটায়ু তাঁকে জানান যে, রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হয়েছেন। জটায়ুর মৃত্যুর পর শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে পুত্রের কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন, এবং তারপর সীতাদেবীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে তিনি বানরদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

যদ্রোষবিভ্রমবিবৃত্তকটাক্ষপাত-
সংভ্রান্তনক্রমকরো ভয়গীর্ণঘোষঃ ।
সিন্ধুঃ শিরস্যর্হণং পরিগৃহ্য রূপী
পাদারবিন্দমুপগম্য বভাষ এতৎ ॥ ১৩ ॥

যৎ-রোষ—যাঁর ক্রোধ; **বিভ্রম**—আবিষ্ট; **বিবৃত্ত**—পরিণত হয়েছিল; **কটাক্ষ-পাত**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **সম্ভ্রান্ত**—বিচলিত; **নক্র**—কুমির; **মকরঃ**—মকর; **ভয়-গীর্ণ-ঘোষঃ**—ভয়ে যাঁর উচ্চ রব স্তব্ধ হয়েছিল; **সিন্ধুঃ**—সমুদ্র; **শিরসি**—তাঁর মস্তকে; **অর্হণম্**—ভগবানের পূজার সমস্ত সামগ্রী; **পরিগৃহ্য**—বহন করে; **রূপী**—রূপ ধারণ করে; **পাদ-অরবিন্দম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **উপগম্য**—উপস্থিত হয়ে; **বভাষ**—বলেছিলেন; **এতৎ**—নিম্নোক্তভাবে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের তটে তিন দিন উপবাস করে মূর্তিমান সমুদ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্র না আসায় ভগবান তাঁর ক্রোধলীলা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং কেবল সমুদ্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে কুমির, মকর প্রভৃতি সমস্ত জলজন্তু ভয়ে বিচলিত হয়েছিল। তখন মূর্তিমান সমুদ্র ভীত হয়ে পূজার সমস্ত উপকরণ নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৪

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো নু বিদাম ভূমন্
কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্ ।
যৎ সত্ত্বতঃ সুরগণা রজসঃ প্রজেশা
মন্যোশ্চ ভূতপতয়ঃ স ভবান্ গুণেশঃ ॥ ১৪ ॥

ন—না; **ত্বাম্**—আপনি; **বয়ম্**—আমরা; **জড়-ধিয়ঃ**—জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **বিদামঃ**—জানতে পারি; **ভূমন্**—হে পরমেশ্বর; **কূটস্থম্**—হৃদয়ে; **আদি-পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **জগতাম্**—জগতের; **অধীশম্**—অধীশ্বর; **যৎ**—আপনার

নির্দেশনায় স্থির হয়েছে; **সত্ত্বতঃ**—সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **সুর-গণাঃ**—দেবতাগণ; **রজসঃ**—রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **প্রজা-ঈশাঃ**—প্রজাপতিগণ; **মন্যোঃ**—তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **চ**—এবং; **ভূত-পতয়ঃ**—ভূতপতিগণ; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ভবান্**—আপনি; **গুণ-ঈশঃ**—জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অধীশ্বর।

অনুবাদ

হে সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ! জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন আমরা আপনাকে জানতে পারিনি, কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আপনি পরম পুরুষ, সমগ্র জগতের অধীশ্বর, নির্বিকার আদিপুরুষ। সত্ত্বগুণ থেকে দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছে, রজোগুণ থেকে প্রজাপতিদের আবির্ভাব হয়েছে এবং তমোগুণ থেকে রুদ্রদের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আপনি এই সমস্ত গুণের একমাত্র অধীশ্বর।

তাৎপর্য

জড়ধিয়ঃ শব্দটির অর্থ পশুদের মতো বুদ্ধিহীন। এই প্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও ভগবানকে জানতে পারে না। পশুকে প্রহার না করলে মানুষের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তেমনই, যারা জড়মতি তারা ভগবানকে জানতে পারে না, কিন্তু যখন তারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কঠোরভাবে দণ্ডিত হয়, তখন তারা ভগবানকে জানতে শুরু করে। একজন হিন্দী কবি বলেছেন—

দুঃখ সে সব হরি ভজে সুখ সে ভজে কোঈ ।
সুখ সে অগর হরি ভজে দুঃখ কাঁহা সে হঈ ॥

দুঃখে পড়লে মানুষ মন্দিরে অথবা মসজিদে গিয়ে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু সে যখন সুখে থাকে তখন ভগবানকে ভুলে যায়। তাই ভগবানের দ্বারা জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের দণ্ডভোগের প্রয়োজন রয়েছে, তা না হলে মানুষ তাঁর স্থূল বুদ্ধির ফলে ভগবানকে ভুলে যায়।

শ্লোক ১৫

কামং প্রযাহি জহি বিশ্রবসোঽবমেহং
ত্রৈলোক্যরাবণমবাপ্নুহি বীর পত্নীম্ ।
বধ্নীহি সেতুমিহ তে যশসো বিতত্যৈ
গায়ন্তি দিগ্বিজয়িনো যমুপেত্য ভূপাঃ ॥ ১৫ ॥

কামম্—আপনার ইচ্ছা অনুসারে; **প্রযাহি**—আপনি আমার জলের উপর দিয়ে যেতে পারেন; **জহি**—জয় করুন; **বিশ্রবসঃ**—বিশ্রবা মুনির; **অবমেহম্**—মূত্রতুল্য দূষিত; **ত্রৈলোক্য**—ত্রিভুবনের জন্য; **রাবণম্**—ক্রন্দনের কারণ, রাবণ নামক ব্যক্তি; **অবাপ্নুহি**—প্রাপ্ত হন; **বীর**—হে বীর; **পত্নীম্**—আপনার পত্নীকে; **বধ্নীহি**—বন্ধন করুন; **সেতুম্**—সেতু; **ইহ**—এখানে (এই জলে); **তে**—আপনার; **যশসঃ**—যশ; **বিততৈ**—বিস্তার করার জন্য; **গায়ন্তি**—কীর্তন করবে; **দিক্-বিজয়িনঃ**—সমস্ত দিক জয় করেছেন যে সমস্ত মহাবীরেরা; **যম্**—যে (সেতু); **উপেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **ভূপাঃ**—মহান রাজাগণ।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমার জল ব্যবহার করুন। এই জল অতিক্রম করে আপনি ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক রাবণের পুরী লঙ্কায় গমন করুন। সে বিশ্রবার মূত্রসদৃশ পুত্র। দয়া করে আপনি তাকে বিনাশ করে আপনার পত্নী সীতাদেবীকে পুনঃপ্রাপ্ত হোন। হে মহাবীর, যদিও আমার জল আপনার লঙ্কাগমনে কোন রকম বাধা প্রদান করবে না, তবুও আপনি আপনার কীর্তি বিস্তার করার জন্য একটি সেতু বন্ধন করুন। আপনার এই অসাধারণ কর্ম দর্শন করে ভবিষ্যতের সমস্ত বীর এবং রাজারা আপনার মহিমা কীর্তন করবেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, পুত্র এবং মূত্র দুই-ই একই উৎস, লিঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয়। পুত্র যখন ভগবদ্ভক্ত বা মহাজ্ঞানী হন, তখন সন্তান উৎপাদনের জন্য বীর্যাধান সার্থক হয়, কিন্তু পুত্র যদি অযোগ্য হয়, কুলাঙ্গার হয়, তা হলে সে মূত্রসদৃশ। এখানে রাবণকে মূত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ সে ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক হয়েছিল। তাই সমুদ্রের দেবতা চেয়েছিলেন যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেন তাকে বধ করেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা। কোন জড়-জাগতিক বাধাবিঘ্নই ভগবানের কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বর ভগবান সেই কথা প্রমাণ করার জন্য, এবং জনসাধারণের ভোটের দ্বারা অথবা বিজ্ঞাপনের দ্বারা তিনি যে ভগবান হননি সেই কথা প্রমাণ করার জন্য, তিনি সমুদ্রের উপর এক অদ্ভুত সেতু নির্মাণ করেছিলেন। আধুনিক যুগে অনেক ভুঁইফোড় ভগবান দেখা দিচ্ছে যারা কোন রকম অসাধারণ কার্য অনুষ্ঠান করতে পারে না; কেবল একটু যাদু দেখিয়ে এবং ভগবান যে কত শক্তিমান সেই সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার ফলে সেই সমস্ত মূর্খ মানুষদের বোকা বানিয়ে তাদের কাছে তারা ভগবান হচ্ছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু সমুদ্রে শিলা ভাসিয়ে একটি

সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এটিই ভগবানের অসাধারণ শক্তির প্রমাণ। সাধারণ মানুষ যে কার্য করতে পারে না, সেই প্রকার অসাধারণ কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা যদি না থাকে, তা হলে তাকে কেন ভগবান বলে স্বীকার করা হবে? আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান বলে স্বীকার করি, কারণ তিনি এই সেতু নির্মাণ করেছিলেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করি, কারণ তাঁর বয়স যখন সাত বছর, তখন তিনি গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। আমরা কোন প্রবঞ্চককে ভগবান বা ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করি না, কারণ ভগবান তাঁর বিবিধ লীলায় তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। তাই ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।" ভগবানের কার্যকলাপ অসাধারণ; সেগুলি চিন্ময়ভাবে আশ্চর্যজনক এবং অন্য কোন জীব সেই ধরনের কার্য করতে পারে না। ভগবানের কার্যকলাপের সমস্ত লক্ষণ শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং তা বুঝতে পারলে ভগবানকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা যায়।

শ্লোক ১৬

বদ্ধ্বোদধৌ রঘুপতির্বিবিধাদ্রিকূটৈঃ
সেতুং কপীন্দ্রকরকম্পিতভূরুহাঙ্গৈঃ ।
সুগ্রীবনীলহনুমৎপ্রমুখৈরনীকৈ-
র্লঙ্কাং বিভীষণদৃশাবিশদগ্রদগ্ধাম্ ॥ ১৬ ॥

বদ্ধ্বা—নির্মাণ করে; **উদধৌ**—সমুদ্রের জলে; **রঘু-পতিঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **বিবিধ**—বিবিধ; **অদ্রি-কূটৈঃ**—পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা; **সেতুম্**—একটি সেতু; **কপি-ইন্দ্র**—শক্তিশালী বানরদের; **কর-কম্পিত**—মহা হস্তের দ্বারা কম্পিত; **ভূরুহ-অঙ্গৈঃ**—বৃক্ষ-লতা সমন্বিত; **সুগ্রীব**—সুগ্রীব; **নীল**—নীল; **হনুমৎ**—হনুমান; **প্রমুখৈঃ**—প্রমুখ; **অনীকৈঃ**—সৈনিক সহ; **লঙ্কাম্**—রাবণের রাজধানী লঙ্কায়; **বিভীষণ-দৃশা**—রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে; **আবিষৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **অগ্র-দগ্ধাম্**—যা পূর্বে দগ্ধ হয়েছিল (হনুমানের দ্বারা)।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বানরশ্রেষ্ঠদের হস্তের দ্বারা কম্পিত বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ বিবিধ গিরিশৃঙ্গের দ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করে, বিভীষণের পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ সৈন্যগণ সহ রাবণের রাজধানী লঙ্কায় প্রবেশ করেছিলেন, যা পূর্বে হনুমানের দ্বারা দগ্ধ হয়েছিল।

তাৎপর্য

বানর-সৈন্যেরা বৃক্ষলতায় পূর্ণ বিশাল গিরিশৃঙ্গগুলি যখন সমুদ্রে নিক্ষেপ করছিলেন তখন তা ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে ভাসছিল। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, তুলা যেভাবে জলে ভাসে, ঠিক সেইভাবে অসংখ্য বিশাল গ্রহ মহাশূন্যে ভারশূন্য হয়ে ভাসছে। ভগবানের পক্ষে তা যদি সম্ভব হয়, তা হলে পর্বতশৃঙ্গ কেন জলে ভাসতে পারে না? এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কারণ তিনি জড়া প্রকৃতির অধীন নন; বস্তুতপক্ষে জড়া প্রকৃতি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—কেবল তাঁরই নির্দেশে প্রকৃতি কার্য করে। তেমনই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫২) বলা হয়েছে—

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।

জড়া প্রকৃতি কিভাবে কার্য করে তার বর্ণনা করে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে সূর্য ভ্রমণ করে। তেমনই, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে বানর-সৈন্যদের সহায়তায় বিশাল গিরিশৃঙ্গ জলে নিক্ষেপ করে ভারত মহাসাগরের বুকে একটি সেতু নির্মাণ করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। তা কেবল এই সূত্রে অদ্ভুত যে, তার ফলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা চিরকালের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

শ্লোক ১৭

সা বানরেন্দ্রবলরুদ্ধবিহারকোষ্ঠ-
শ্রীদ্বারগোপুরসদোবলভীবিটঙ্কা ।
নির্ভজ্যমানধিষণধ্বজহেমকুম্ভ-
শৃঙ্গাটকা গজকুলৈর্হ্রদিনীব ঘূর্ণা ॥ ১৭ ॥

সা—লঙ্কা নামক স্থান; **বানর-ইন্দ্র**—বানরশ্রেষ্ঠদের; **বল**—শক্তির দ্বারা; **রুদ্ধ**—অবরোধ করেছিল; **বিহার**—আনন্দ উপভোগের স্থান; **কোষ্ঠ**—শস্যাগার; **শ্রী**—কোষাগার; **দ্বার**—প্রাসাদের দ্বার; **গোপুর**—পুরদ্বার; **সদঃ**—সভাগৃহ; **বলভী**—প্রাসাদের পুরোভাগ; **বিটঙ্কা**—কপোতাবাস; **নির্ভজ্যমান**—ভেঙ্গে ফেলার সময়; **ধিষণ**—বেদী; **ধ্বজ**—পতাকা; **হেম-কুম্ভ**—গম্বুজের উপর স্বর্ণকলস; **শৃঙ্গাটকা**—এবং চতুষ্পথ; **গজ-কুলৈঃ**—হস্তীকুলের দ্বারা; **হ্রদিনী**—নদী; **ইব**—সদৃশ; **ঘূর্ণা**—বিচলিত।

অনুবাদ

লঙ্কায় প্রবেশ করার পর সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বানর-সৈন্যরা সেখানকার বিলাস ভবন, শস্যাগার, কোষাগার, গৃহদ্বার, পুরদ্বার, সভাগৃহ, প্রাসাদের পুরোভাগ এবং কপোতাবাস পর্যন্ত অবরোধ করেছিল। যখন তারা নগরীর চতুষ্পথ, বেদী, পতাকা, প্রাসাদের চূড়ার স্বর্ণকলস প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেলতে লাগল, তখন হস্তীকুলের দ্বারা নদী যেভাবে বিচলিত হয়, লঙ্কার অবস্থাও ঠিক সেই রকম হয়েছিল।

শ্লোক ১৮

রক্ষঃপতিস্তদবলোক্য নিকুম্ভকুম্ভ-
ধূম্রাক্ষদুর্মুখসুরান্তকনরান্তকাদীন্ ।
পুত্রং প্রহস্তমতিকায়বিকম্পনাদীন্
সর্বানুগান্ সমহিনোদথ কুম্ভকর্ণম্ ॥ ১৮ ॥

রক্ষঃ-পতিঃ—রাক্ষসদের পতি (রাবণ); **তৎ**—সেই উৎপাত; **অবলোক্য**—দর্শন করে; **নিকুম্ভ**—নিকুম্ভ; **কুম্ভ**—কুম্ভ; **ধূম্রাক্ষ**—ধূম্রাক্ষ; **দুর্মুখ**—দুর্মুখ; **সুরান্তক**—সুরান্তক; **নরান্তক**—নরান্তক; **আদীন্**—প্রভৃতি; **পুত্রম্**—তার পুত্র ইন্দ্রজিৎ; **প্রহস্তম্**—প্রহস্ত; **অতিকায়**—অতিকায়; **বিকম্পন**—বিকম্পন; **আদীন্**—প্রভৃতি; **সর্ব-অনুগান্**—রাবণের সমস্ত অনুগামীদের; **সমহিনোৎ**—(শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য) আদেশ দিয়েছিল; **অথ**—অবশেষে; **কুম্ভকর্ণম্**—তার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে।

অনুবাদ

রাক্ষসপতি রাবণ বানর-সৈন্যদের উৎপাত দর্শন করে নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক প্রভৃতি রাক্ষসদের এবং তার নিজের পুত্র ইন্দ্রজিৎকেও যুদ্ধে

প্রেরণ করেছিল। তারপর সে প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পন এবং অবশেষে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছিল। তারপর সে তার সমস্ত অনুচরদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেছিল।

শ্লোক ১৯

তাং যাতুধানপৃতনামসিশূলচাপ-
প্রাসর্ষ্টিশক্তিশরতোমরখড়্গদুর্গাম্ ।
সুগ্রীবলক্ষ্মণমরুৎসুতগন্ধমাদ-
নীলাঙ্গদর্ক্ষপনসাদিভিরন্বিতোঽগাৎ ॥ ১৯ ॥

তাম্—তারা সকলে; **যাতুধান-পৃতনাম্**—রাক্ষস-সৈন্যদের; **অসি**—তরবারির দ্বারা; **শূল**—শূলের দ্বারা; **চাপ**—ধনুকের দ্বারা; **প্রাস-ঋষ্টি**—প্রাস এবং ঋষ্টি অস্ত্র; **শক্তি-শর**—শক্তিবাণ; **তোমর**—তোমর অস্ত্র; **খড়্গ**—খড়্গের দ্বারা; **দুর্গাম্**—দুর্জয়; **সুগ্রীব**—সুগ্রীব নামক বানরের দ্বারা; **লক্ষ্মণ**—রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের দ্বারা; **মরুৎ-সুত**—হনুমানের দ্বারা; **গন্ধমাদ**—গন্ধমাদ নামক আর এক বানরের দ্বারা; **নীল**—নীল নামক বানরের দ্বারা; **অঙ্গদ**—অঙ্গদ; **ঋক্ষ**—ঋক্ষ; **পনস**—পনস; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য সৈন্যের দ্বারা; **অন্বিতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে, শ্রীরামচন্দ্র; **অগাৎ**—(যুদ্ধ করার জন্য) সম্মুখীন হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব, হনুমান, গন্ধমাদ, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান, পনস আদি বানর-সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অসি, শূল, ধনুক, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, খড়্গ, তোমর আদি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত দুর্গম রাক্ষস-সৈন্যদের আক্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

তেঽনীকপা রঘুপতেরভিপত্য সর্বে
দ্বন্দ্বং বরূথমিভপত্তিরথাশ্বযোধৈঃ ।
জঘ্নুর্দ্রুমৈর্গিরিগদেষুভিরঙ্গদাদ্যাঃ
সীতাভিমর্ষহতমঙ্গলরাবণেশান্ ॥ ২০ ॥

তে—তাঁরা সকলে; **অনীক-পাঃ**—সেনাপতিগণ; **রঘু-পতেঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের; **অভিপত্য**—শত্রুদের প্রতি ধাবিত হয়ে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **দ্বন্দ্বম্**—যুদ্ধ করে; **বরূথম্**—রাবণের সৈন্যগণ; **ইভ**—হস্তীর দ্বারা; **পত্তি**—পদাতিকদের দ্বারা; **রথ**—রথের দ্বারা; **অশ্ব**—অশ্বের দ্বারা; **যোধৈঃ**—এই সমস্ত যোদ্ধাদের দ্বারা; **জঘ্নুঃ**—তাদের হত্যা করেছিলেন; **দ্রুমৈঃ**—বিশাল বৃক্ষসমূহ; **গিরি**—পর্বতশৃঙ্গ; **গদা**—গদা; **ইষুভিঃ**—বাণ; **অঙ্গদ-আদ্যাঃ**—অঙ্গদ আদি শ্রীরামচন্দ্রের সমস্ত সৈনিকেরা; **সীতা**—সীতাদেবীর; **অভিমর্ষ**—ক্রোধের দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট; **মঙ্গল**—মঙ্গল; **রাবণ-ঈশান্**—রাবণের অনুগামী বা আশ্রিতগণ।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিরা সকলেই রাবণের হস্তী, পদাতিক, অশ্ব ও রথের দ্বারা গঠিত সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে বৃক্ষ, পবর্তশৃঙ্গ, গদা এবং বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যেরা রাবণের সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন, যারা তাদের সমস্ত সৌভাগ্য হারিয়েছিল, কারণ সীতাদেবীর ক্রোধজনিত অভিশাপের ফলে রাবণের সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যে যে সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বানর এবং তাঁরা রাবণ-সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন না, কারণ রাবণের সৈন্যরা অতি উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল কিন্তু বানরদের অস্ত্র ছিল কেবল বৃক্ষ, পাষাণ ও পর্বতশৃঙ্গ। শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণই কেবল কিছু বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু সীতাদেবীর অভিশাপে যেহেতু রাবণ-সৈন্যদের মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল, তাই বানরেরা তাদের প্রতি কেবল পাষাণ এবং বৃক্ষ নিক্ষেপ করেই তাদের সংহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শক্তি দুই প্রকার—দৈব এবং পুরুষকার। দৈব শক্তির উৎস চিন্ময়, এবং পুরুষকার হচ্ছে নিজের দৈহিক ও মানসিক বল। দৈব শক্তি সর্বদাই জড় শক্তির থেকে উন্নত। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না থাকলেও, কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কর্তব্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, *মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ*—"আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর।" আমাদের কর্তব্য শত্রুদের সঙ্গে যথাসাধ্য সংগ্রাম করা, এবং জয় লাভের জন্য কেবল ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা।

শ্লোক ২১

রক্ষঃপতিঃ স্ববলনষ্টিমবেক্ষ্য রুষ্ট
আরুহ্য যানকমথাভিসসার রামম্ ।
স্বঃস্যন্দনে দ্যুমতি মাতলিনোপনীতে
বিভ্রাজমানমহনন্নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ ॥ ২১ ॥

রক্ষঃ-পতিঃ—রাক্ষসদের নেতা রাবণ; **স্ববল-নষ্টিম্**—তার সৈন্যদের বিনাশ; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **রুষ্টঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **যানকম্**—পুষ্পসজ্জিত সুন্দর বিমানে; **অথ**—তারপর; **অভিসসার**—অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল; **রামম্**—শ্রীরামচন্দ্রের; **স্বঃ-স্যন্দনে**—ইন্দ্রের দিব্য রথে; **দ্যুমতি**—দ্যুতিমান; **মাতলিনা**—ইন্দ্রের সারথি মাতলির দ্বারা; **উপনীতে**—উপনীত হয়ে; **বিভ্রাজমানম্**—উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্রকে; **অহনৎ**—রাবণ আঘাত করেছিল; **নিশিতৈঃ**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; **ক্ষুরপ্রৈঃ**—বাণের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর রাক্ষসরাজ রাবণ তার সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে দেখে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পক রথে আরোহণ করে শ্রীরামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল এবং ইন্দ্রের সারথি মাতলি কর্তৃক আনীত দীপ্তিমান রথে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্রকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করেছিল।

শ্লোক ২২

রামস্তমাহ পুরুষাদপুরীষ যন্নঃ
কান্তাসমক্ষমসতাপহৃতা শ্ববৎ তে ।
ত্যক্তত্রপস্য ফলমদ্য জুগুপ্সিতস্য
যচ্ছামি কাল ইব কর্তুরলঙ্ঘ্যবীর্যঃ ॥ ২২ ॥

রামঃ—শ্রীরামচন্দ্র; **তম্**—রাবণকে; **আহ**—বলেছিলেন; **পুরুষ-অদ-পুরীষ**—তুমি রাক্ষসদের বিষ্ঠাসদৃশ; **যৎ**—কারণ; **নঃ**—আমার; **কান্তা**—পত্নী; **অসমক্ষম্**—আমার অনুপস্থিতির ফলে অসহায়; **অসতা**—মহাপাপী তোমার দ্বারা; **অপহৃতা**—অপহৃতা হয়েছে; **শ্ব-বৎ**—কুকুর যেভাবে গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করে আহার্য দ্রব্য অপহরণ করে; **তে**—তোমার; **ত্যক্ত-ত্রপস্য**—কারণ তুমি নির্লজ্জ; **ফলম্ অদ্য**—আজ আমি তোমাকে তার ফল প্রদান করব; **জুগুপ্সিতস্য**—অতি জঘন্য

তোমার; **যচ্ছামি**—আমি তোমাকে দণ্ডদান করব; **কালঃ ইব**—মৃত্যুসদৃশ; **কর্তুঃ**—সমস্ত পাপ আচরণকারী তোমার; **অলম্ঘ্য-বীর্যঃ**—সর্বশক্তিমান আমি, যাঁর প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বলেছিলেন, তুমি রাক্ষসদের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তুমি তাদের বিষ্ঠাসদৃশ। কুকুর যেমন গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহ থেকে আহার্য অপহরণ করে পলায়ন করে, তুমিও তেমন আমার অনুপস্থিতিতে আমার পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করেছ। তাই যমরাজ যেভাবে পাপীদের দণ্ডদান করেন, আমিও সেইভাবে তোমাকে দণ্ডদান করব। তুমি অত্যন্ত ঘৃণ্য, পাপী এবং নির্লজ্জ। তাই আজ অলম্ঘবীর্য আমি তোমাকে তোমার দুষ্কর্মের ফল প্রদান করব।

তাৎপর্য

ন চ দৈবাৎ পরং বলম্—কেউই দৈবের বল অতিক্রম করতে পারে না। রাবণ এতই পাপী এবং নির্লজ্জ ছিল যে, সে জানত না শ্রীরামচন্দ্রের হ্লাদিনী শক্তি সীতাদেবীকে অপহরণ করার ফলে কি হবে। এটিই রাক্ষসদের অক্ষমতা। *অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্*। রাক্ষসেরা জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তারা মনে করে যে, ঘটনাক্রমে সব কিছুর উদ্ভব হয়েছে এবং কোন শাসক, রাজা বা নিয়ন্তা নেই। তাই রাক্ষসেরা তাদের ইচ্ছামতো আচরণ করে, এমন কি তারা লক্ষ্মীদেবীকে পর্যন্ত অপহরণ করতে চায়। রাবণের মতো জড়বাদীরা যেভাবে আচরণ করে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তার ফলে জড় সভ্যতার বিনাশ হয়। নাস্তিকেরা যেহেতু রাক্ষস, তাই তারা অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করতেও সাহস করে এবং তার ফলে তাদের দণ্ডভোগ করতে হয়। ভগবানের নির্দেশই হচ্ছে ধর্ম, এবং যারা ভগবানের নির্দেশ পালন করে তারা ধার্মিক। যারা ভগবানের আদেশ পালন করে না, তারা অধার্মিক এবং তাদের দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ২৩

এবং ক্ষিপন্ ধনুষি সন্ধিতমুৎসসর্জ
বাণং স বজ্রমিব তদ্ধৃদয়ং বিভেদ ।
সোঽসৃগ্ বমন্ দশমুখৈর্ন্যপতদ্ বিমানা-
দ্ধাহেতি জল্পতি জনে সুকৃতীব রিক্তঃ ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **ক্ষিপন্**—(রাবণকে) ভর্ৎসনা করে; **ধনুষি**—ধনুকে; **সন্ধিতম্**—বাণ যোজন করেছিলেন; **উৎসসর্জ**—(তার প্রতি) নিক্ষেপ করেছিলেন; **বাণম্**—বাণ; **সঃ**—সেই বাণ; **বজ্রম্ ইব**—বজ্রের মতো; **তৎ-হৃদয়ম্**—রাবণের হৃদয়; **বিভেদ**—বিদ্ধ করেছিল; **সঃ**—সে, রাবণ; **অসৃক্**—রক্ত; **বমন্**—বমন করে; **দশ-মুখৈঃ**—তার দশ মুখ থেকে; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **বিমানাৎ**—তার বিমান থেকে; **হাহা**—হাহাকার; **ইতি**—এই প্রকার; **জল্পতি**—চিৎকার করে; **জনে**—সেখানে উপস্থিত তাঁর অনুগত জনেরা; **সুকৃতী ইব**—পুণ্যবান মানুষের মতো; **রিক্তঃ**—তার পুণ্যকর্ম ক্ষয় হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

এইভাবে রাবণকে ভর্ৎসনাপূর্বক শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধনুকে শর যোজন করে রাবণের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং বজ্রের মতো সেই বাণ রাবণের হৃদয় বিদ্ধ করেছিল। তা দেখে রাবণের অনুগামী জনেরা হাহাকার করতে লাগল, এবং রাবণ তার দশমুখে রক্তবমন করতে করতে পুণ্যবান ব্যক্তি যেভাবে পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ থেকে অধঃপতিত হয়, সেইভাবে বিমান থেকে পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২১) বলা হয়েছে, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—"পুণ্যকর্মের ফল যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাকে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে অধঃপতিত হতে হয়।" এই জড় জগতের সকাম কর্ম এমনই যে, পাপ অথবা পুণ্য উভয় কর্মের ফলেই এই জড় জগতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বদ্ধ থাকতে হয়। কারণ পুণ্য অথবা পাপ কোন কর্মই মায়ার সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না। রাবণ সমস্ত জড় ঐশ্বর্য সমন্বিত এক বিশাল রাজ্যের রাজারূপে এক অতি উচ্চ পদ লাভ করেছিল, কিন্তু সীতাদেবীকে অপহরণ করার পাপের ফলে তার সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয়েছিল। কেউ যদি কোন মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করে, বিশেষ করে ভগবানের, তা হলে তাকে অত্যন্ত জঘন্য অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্ত পুণ্যফল হারিয়ে তাকে রাবণ আদি অসুরদের মতো অধঃপতিত হতে হয়। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, পাপ এবং পুণ্য উভয় স্তরই অতিক্রম করে, সমস্ত উপাধি মুক্ত হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক (*সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*)। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হন, তখন তিনি জড় স্তর অতিক্রম করেন, জড় স্তরে উচ্চ এবং নীচ পদ রয়েছে, কিন্তু কেউ যখন জড় স্তর অতিক্রম করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে নিত্য স্থিতি লাভ করেন (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্*

ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)। রাবণ অথবা তার মতো ব্যক্তিরা এই জড় জগতে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ঐশ্বর্যশালী হতে পারে, কিন্তু তাদের কোন নিরাপদ স্থিতি নেই, কারণ চরমে তারা সকলেই তাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*)। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়মের উপর নির্ভরশীল।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭) রাবণের মতো নিজেকে প্রকৃতির নিয়মের অতীত বলে মনে করে, কখনই নিজের পদগর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৪

ততো নিষ্ক্রম্য লঙ্কায়া যাতুধান্যঃ সহস্রশঃ ।
মন্দোদর্যা সমং তত্র প্ররুদন্ত্য উপাদ্রবন্ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—তারপর; **নিষ্ক্রম্য**—নির্গত হয়ে; **লঙ্কায়াঃ**—লঙ্কা থেকে; **যাতুধান্যঃ**—রাক্ষসীগণ; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **মন্দোদর্যা**—রাবণের পত্নী মন্দোদরী আদি; **সমম্**—সহ; **তত্র**—সেখানে; **প্ররুদন্ত্যঃ**—ক্রন্দন করতে করতে; **উপাদ্রবন্**—(তাদের মৃত পতির) নিকটে আগমন করেছিল।

অনুবাদ

তারপর রাবণের পত্নী মন্দোদরী আদি রাক্ষসীরা, যাদের পতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছিল, তারা লঙ্কা থেকে নির্গত হয়ে ক্রন্দন করতে করতে রাবণ এবং অন্যান্য রাক্ষসদের মৃতদেহের সমীপে আগমন করেছিল।

শ্লোক ২৫

স্বান্ স্বান্ বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণেষুভিরর্দিতান্ ।
রুরুদুঃ সুস্বরং দীনা ঘ্নন্ত্য আত্মানমাত্মনা ॥ ২৫ ॥

স্বান্ স্বান্—তাদের নিজ নিজ পতিদের; **বন্ধূন**—বন্ধুগণ; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **লক্ষ্মণ-ইষুভিঃ**—লক্ষ্মণের বাণের দ্বারা; **অর্দিতান্**—যারা নিহত হয়েছিল;

রুরুদুঃ—করুণভাবে ক্রন্দন করেছিল; **সু-স্বরম্**—সকরুণ স্বরে; **দীনাঃ**—অতি দীন; **ঘ্নন্ত্যঃ**—আঘাত করে; **আত্মানম্**—তাদের বক্ষে; **আত্মনা**—নিজেদের দ্বারা।

অনুবাদ

শোকার্তা রাক্ষসীরা লক্ষ্মণের বাণে নিহত তাদের পতিদের আলিঙ্গন করে, তাদের বক্ষস্থলে আঘাত করতে করতে করুণস্বরে রোদন করেছিল।

শ্লোক ২৬

হা হতাঃ স্ম বয়ং নাথ লোকরাবণ রাবণ ।
কং যায়াচ্ছরণং লঙ্কা ত্বদ্বিহীনা পরার্দিতা ॥ ২৬ ॥

হা—হায়; **হতাঃ**—নিহত; **স্ম**—অতীতে; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **নাথ**—হে রক্ষক; **লোক-রাবণ**—জনসমূহের কষ্টের কারণস্বরূপ; **রাবণ**—অন্যদের ক্রন্দনের কারণস্বরূপ হে রাবণ; **কম্**—কাকে; **যায়াৎ**—যাবে; **শরণম্**—আশ্রয়; **লঙ্কা**—লঙ্কাপুরী; **ত্বৎ-বিহীনা**—তোমাকে হারিয়ে; **পর-অর্দিতা**—শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে নাথ! তুমি জনসমূহের কষ্টের কারণস্বরূপ ছিলে, এবং তাই তোমার নাম ছিল রাবণ। কিন্তু এখন তুমি পরাজিত হয়েছ বলে আমরাও পরাজিত হয়েছি, কারণ তোমার লঙ্কাপুরী এখন শত্রুদের দ্বারা বিজিত হয়েছে। এখন তা কার শরণাগত হবে?

তাৎপর্য

রাবণের পত্নী মন্দোদরী এবং অন্যান্য রাক্ষস-পত্নীরা জানত রাবণ কত নিষ্ঠুর ছিল। 'রাবণ' শব্দটির অর্থ 'যে জনসাধারণের ক্রন্দনের কারণস্বরূপ'। রাবণ সর্বদা অন্যদের কষ্টের কারণস্বরূপ ছিল, কিন্তু যখন তার পাপের চরম পরিণতিস্বরূপ সে সীতাদেবীকে কষ্ট দিয়েছিল, তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাকে বধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ন বৈ বেদ মহাভাগ ভবান্ কামবশং গতঃ ।
তেজোঽনুভাবং সীতায়া যেন নীতো দশামিমাম্ ॥ ২৭ ॥

ন—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বেদ**—জানতে; **মহা-ভাগ**—হে মহাভাগ্যবান; **ভবান্**—আপনি; **কাম-বশম্**—কামের বশবর্তী; **গতঃ**—হয়ে; **তেজঃ**—প্রভাবের দ্বারা; **অনুভাবম্**—এই প্রকার প্রভাবের পরিণামস্বরূপ; **সীতায়াঃ**—সীতাদেবীর; **যেন**—যার দ্বারা; **নীতঃ**—আনীত হয়ে; **দশাম্**—অবস্থা; **ইমাম্**—এই প্রকার (ধ্বংস)।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান! আপনি কামের অধীন হয়ে সীতাদেবীর প্রভাব জানতে সমর্থ হননি। এখন, তাঁর অভিশাপের ফলে আপনি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিহত হয়ে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

কেবল সীতাদেবীই প্রভাবশালিনী নন, যে রমণী সীতাদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনিও তাঁরই মতো প্রভাবশালিনী হন। বৈদিক শাস্ত্রে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমরা যখনই কোন আদর্শ সতী রমণীদের বর্ণনা দেখি, সীতাদেবী তার মধ্যে রয়েছেন। রাবণের পত্নী মন্দোদরীও ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা সতী নারী। তেমনই, দ্রৌপদী পঞ্চসতীর অন্যতমা। পুরুষদের যেমন ব্রহ্মা, নারদ আদি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, তেমনই রমণীদেরও সীতা, মন্দোদরী, দ্রৌপদী আদি আদর্শ রমণীদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। পতিব্রতা নারী অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। নৈতিক আদর্শ অনুসারে পরস্ত্রীর প্রতি কামভাব পোষণ করা উচিত নয়। *মাতৃবৎ পরদারেষু*—বুদ্ধিমান মানুষ পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করেন। এটিই চাণক্য-শ্লোকের (১০) নির্দেশ—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥

"যিনি পরস্ত্রীকে মায়ের মতো দর্শন করেন, অন্যের সম্পত্তিকে মাটির ঢেলার মতো দর্শন করেন, অন্য সমস্ত জীবের প্রতি আত্মবৎ আচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।" এইভাবে রাবণ কেবল শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারাই নিন্দিত হননি, তিনি তাঁর পত্নী মন্দোদরীর দ্বারাও নিন্দিত হয়েছিলেন। যেহেতু মন্দোদরী ছিলেন একজন সতী, তাই তিনি অন্য সতীর প্রভাব অবগত ছিলেন, বিশেষ করে সীতাদেবীর।

শ্লোক ২৮

কৃতৈষা বিধবা লঙ্কা বয়ং চ কুলনন্দন ।
দেহঃ কৃতোঽন্নং গৃধ্রাণামাত্মা নরকহেতবে ॥ ২৮ ॥

কৃতা—আপনার দ্বারা করা হয়েছে; **এষা**—এই সমস্ত; **বিধবা**—পতিহীনা; **লঙ্কা**—লঙ্কা; **বয়ম্ চ**—এবং আমরা; **কুল-নন্দন**—হে রাক্ষসকুলের আনন্দজনক; **দেহঃ**—দেহ; **কৃতঃ**—আপনার দ্বারা করা হয়েছে; **অন্নম্**—ভক্ষ্য; **গৃধ্রাণাম্**—শকুনিদের; **আত্মা**—এবং আপনার আত্মা; **নরক-হেতবে**—নরকে যাওয়ার জন্য।

অনুবাদ

হে রাক্ষসকুলনন্দন! আপনারই কারণে লঙ্কা এবং আমরা পতিহীনা হয়েছি। আপনার কর্মের দ্বারা আপনি আপনার দেহ শকুনদের ভক্ষ্য এবং নিজেকে নরকভোগী করলেন।

তাৎপর্য

যারা রাবণের পন্থা অনুসরণ করে, তারা দুইভাবে অভিশপ্ত হয়—তাদের দেহ কুকুর এবং শকুনের ভক্ষ্য হয় এবং তাদের আত্মা নরকগামী হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" এইভাবে রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র আদি ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরদের চরমে নরকভোগ করতে হয়। রাবণের পত্নী মন্দোদরী তা জানতেন, কারণ তিনি স্বয়ং সতী ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর পতির মৃত্যুতে শোক করছিলেন, তবুও তিনি জানতেন তার দেহ এবং আত্মার কি গতি হবে, কারণ জড় চক্ষুতে দর্শন না হলেও জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তা দর্শন করা যায় (*পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষাঃ*)। বৈদিক ইতিহাসে ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরেরা কিভাবে প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডিত হয়েছে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শ্লোক ২৯

শ্রীশুক উবাচ

স্বানাং বিভীষণশ্চক্রে কোসলেন্দ্রানুমোদিতঃ ।
পিতৃমেধবিধানেন যদুক্তং সাম্পরায়িকম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **স্বানাম্**—তাঁর আত্মীয়বর্গের; **বিভীষণঃ**—রাবণের ভ্রাতা এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত বিভীষণ; **চক্রে**—

অনুষ্ঠান করেছিলেন; **কোসল-ইন্দ্র-অনুমোদিতঃ**—কোশলের রাজা শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা অনুমোদিত; **পিতৃ-মেধ-বিধানেন**—পুত্রের দ্বারা কৃত পিতা অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **যৎ উক্তম্**—বিধান অনুসারে; **সাম্পরায়িকম্**—ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব বললেন— কোশলরাজ শ্রীরামচন্দ্রের সম্মতিক্রমে, রাবণের পুণ্যবান ভ্রাতা এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত বিভীষণ তাঁর আত্মীয়দের নরক গমন থেকে রক্ষা করার জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধান অনুসারে ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

একটি দেহ ত্যাগ করার পর অন্য আর একটি দেহ লাভ হয়, কিন্তু কখনও কখনও কেউ যদি অত্যন্ত পাপী হয়, তা হলে সে অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয় না—সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। মৃত ব্যক্তিকে প্রেতযোনি থেকে রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত রাবণের নরক গমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপদেশ অনুসারে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ তার ঔর্ধ্বদেহিক কৃত্য সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণের মৃত্যুর পরেও তাকে কৃপা করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

ততো দদর্শ ভগবানশোকবনিকাশ্রমে ।
ক্ষামাং স্ববিরহব্যাধিং শিংশপামূলমাশ্রিতাম্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **অশোক-বনিক-আশ্রমে**—অশোক বনে একটি কুটিরে; **ক্ষামাম্**—অত্যন্ত ক্ষীণা; **স্ব-বিরহ-ব্যাধিম্**—শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে ব্যাধিক্লিষ্টা; **শিংশপা**—শিংশপা বৃক্ষের; **মূলম্**—মূলে; **আশ্রিতাম্**—অবস্থিতা।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অশোক বনে শিংশপা বৃক্ষের মূলে তাঁর বিরহে কাতর এবং অত্যন্ত ক্ষীণা সীতাদেবীকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

রামঃ প্রিয়তমাং ভার্যাং দীনাং বীক্ষ্যান্বকম্পত ।
আত্মসন্দর্শনাহ্লাদবিকসন্মুখপঙ্কজাম্ ॥ ৩১ ॥

রামঃ—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **প্রিয়-তমাম্**—তাঁর প্রিয়তমা; **ভার্যাম্**—পত্নীকে; **দীনাম্**—অত্যন্ত দীনভাবে অবস্থিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অন্বকম্পত**—অত্যন্ত অনুকম্পিত হয়েছিলেন; **আত্ম-সন্দর্শন**—প্রিয় দর্শনজনিত; **আহ্লাদ**—আনন্দ; **বিকসৎ**—বিকশিত; **মুখ**—মুখ; **পঙ্কজাম্**—পদ্মসদৃশ।

অনুবাদ

তাঁর পত্নীকে সেই অবস্থায় দর্শন করে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে সীতাদেবীর বদনকমল তখন আনন্দে বিকশিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩২

আরোপ্যারুরুহে যানং ভ্রাতৃভ্যাং হনুমদ্‌যুতঃ ।
বিভীষণায় ভগবান্ দত্ত্বা রক্ষোগণেশতাম্ ।
লঙ্কামায়ুশ্চ কল্পান্তং যযৌ চীর্ণব্রতঃ পুরীম্ ॥ ৩২ ॥

আরোপ্য—স্থাপন করে; **আরুরুহে**—আরোহণ করেছিলেন; **যানম্**—বিমানে; **ভ্রাতৃভ্যাম্**—তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং সেনাপতি সুগ্রীব সহ; **হনুমৎ-যুতঃ**—হনুমান সহ; **বিভীষণায়**—রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে; **ভগবান্**—ভগবান; **দত্ত্বা**—আধিপত্য প্রদান করেছিলেন; **রক্ষঃ-গণ-ঈশতাম্**—রাক্ষসদের শাসন করার ক্ষমতা; **লঙ্কাম্**—লঙ্কা; **আয়ুঃ চ**—এবং আয়ু; **কল্প-অন্তম্**—কল্পান্ত পর্যন্ত; **যযৌ**—গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **চীর্ণ-ব্রতঃ**—বনবাস সমাপনান্তে; **পুরীম্**—অযোধ্যাপুরীতে।

অনুবাদ

বিভীষণকে কল্পান্ত পর্যন্ত লঙ্কার রাক্ষসদের উপর আধিপত্য প্রদান করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে পুষ্পক রথে স্থাপনপূর্বক স্বয়ং সেই বিমানে আরোহণ করে বনবাস সমাপনান্তে হনুমান, সুগ্রীব ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

অবকীর্যমাণঃ সুকুসুমৈর্লোকপালার্পিতৈঃ পথি ।
উপগীয়মানচরিতঃ শতধৃত্যাদিভির্মুদা ॥ ৩৩ ॥

অবকীর্যমাণঃ—আচ্ছাদিত হয়ে; **সুকুসুমৈঃ**—সুগন্ধি এবং সুন্দর ফুলের দ্বারা; **লোকপাল-অর্পিতৈঃ**—লোকপালগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত; **পথি**—পথে; **উপগীয়মান-চরিতঃ**—তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপের মহিমা কীর্তিত হয়েছিল; **শতধৃতি-আদিভিঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা; **মুদা**—মহা আনন্দ সহকারে।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে এলেন, তখন পথে লোকপালগণ তাঁর উপর সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, এবং ব্রহ্মা আদি দেবতারা তখন মহা আনন্দে তাঁর চরিত্র কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

গোমূত্রযাবকং শ্রুত্বা ভ্রাতরং বল্কলাম্বরম্ ।
মহাকারুণিকোঽতপ্যজ্জটিলং স্থণ্ডিলেশয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

গো-মূত্র-যাবকম্—গরুর মূত্রে সিদ্ধ যব আহার করে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা ভরত; **বল্কল-অম্বরম্**—বল্কল পরিহিত; **মহা-কারুণিকঃ**—পরম করুণাময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **অতপ্যৎ**—অত্যন্ত শোক করেছিলেন; **জটিলম্**—জটাধারী হয়ে; **স্থণ্ডিলে-শয়ম্**—কুশাসনে শয়ন করে।

অনুবাদ

অযোধ্যায় পৌঁছে রামচন্দ্র শুনেছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভ্রাতা ভরত কেবল গোমূত্রে সিদ্ধ যব আহার করেছিলেন এবং বল্কলের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদন করে, জটাধারী হয়ে কুশাসনে শয়নপূর্বক দিনাতিপাত করছিলেন। সেই কথা শুনে পরম করুণাময় ভগবান অত্যন্ত অনুতাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৮

ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরামাত্যপুরোহিতৈঃ ।
পাদুকে শিরসি ন্যস্য রামং প্রত্যুদ্যতোঽগ্রজম্ ॥ ৩৫ ॥

নন্দিগ্রামাৎ স্বশিবিরাদ্ গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ।
ব্রহ্মঘোষেণ চ মুহুঃ পঠদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
স্বর্ণকক্ষপতাকাভির্হৈমৈশ্চিত্রধ্বজৈ রথৈঃ ।
সদশ্বৈ রুক্মসন্নাহৈর্ভটৈঃ পুরটবর্মভিঃ ॥ ৩৭ ॥
শ্রেণীভির্বারমুখ্যাভির্ভৃত্যৈশ্চৈব পদানুগৈঃ ।
পারমেষ্ঠ্যান্যুপাদায় পণ্যান্যুচ্চাবচানি চ ।
পাদয়োর্ন্যপতৎ প্রেম্ণা প্রক্লিন্নহৃদয়েক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥

ভরতঃ—শ্রীভরত; **প্রাপ্তম্**—গৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **পৌর**—নগরবাসী; **অমাত্য**—অমাত্য; **পুরোহিতৈঃ**—পুরোহিতগণ সহ; **পাদুকে**—পাদুকা দুটি; **শিরসি**—মস্তকে; **ন্যস্য**—ধারণ করে; **রামম্**—শ্রীরামচন্দ্রকে; **প্রত্যুদ্যতঃ**—স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন; **অগ্রজম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে; **নন্দিগ্রামাৎ**—তাঁর বাসস্থান নন্দিগ্রাম থেকে; **স্ব-শিবিরাৎ**—তাঁর শিবির থেকে; **গীত-বাদিত্র**—গীত-বাদ্য সহকারে; **নিঃস্বনৈঃ**—শব্দসহ; **ব্রহ্ম-ঘোষেণ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **চ**—এবং; **মুহুঃ**—সর্বদা; **পঠদ্ভিঃ**—বেদ থেকে পাঠ করে; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—সর্বোত্তম ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **স্বর্ণ-কক্ষ-পতাকাভিঃ**—স্বর্ণমণ্ডিত পতাকা শোভিত; **হৈমৈঃ**—সুবর্ণময়; **চিত্র-ধ্বজৈঃ**—ধ্বজা শোভিত; **রথৈঃ**—রথের দ্বারা; **সৎ-অশ্বৈঃ**—অতি সুন্দর অশ্ব সমন্বিত; **রুক্ম**—সুবর্ণময়; **সন্নাহৈঃ**—রশ্মি সংযুক্ত; **ভটৈঃ**—সৈন্যদের দ্বারা; **পুরট-বর্মভিঃ**—সোনার বর্মে আচ্ছাদিত; **শ্রেণীভিঃ**—পঙ্‌ক্তি বা শোভাযাত্রার দ্বারা; **বার-মুখ্যাভিঃ**—সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা বারাঙ্গনাদের দ্বারা; **ভৃত্যৈঃ**—ভৃত্যদের দ্বারা; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পদ-অনুগৈঃ**—পদাতিকদের দ্বারা; **পারমেষ্ঠ্যানি**—রাজকীয় সম্বর্ধনার উপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য; **উপাদায়**—সব কিছু একত্রে গ্রহণ করে; **পণ্যানি**—মূল্যবান মণিরত্ন ইত্যাদি; **উচ্চ-অবচানি**—বিভিন্ন মূল্যের; **চ**—ও; **পাদয়োঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিলেন; **প্রেম্ণা**—দিব্য প্রেমে; **প্রক্লিন্ন**—আর্দ্রীভূত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **ঈক্ষণঃ**—নয়ন।

অনুবাদ

ভরত যখন জানতে পেরেছিলেন যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে আসছেন, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণ করে নন্দিগ্রামে তাঁর শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভরতের সঙ্গে তখন তাঁর মন্ত্রীরা, পুরোহিতেরা এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়েছিলেন।

বন্দীরা তখন মধুর সংগীত সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা উচ্চস্বরে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। সুন্দর অশ্ব এবং সুবর্ণ রশ্মি সমন্বিত বহু রথ সেই শোভাযাত্রাকে অনুসরণ করছিল। সেই সমস্ত রথ স্বর্ণপ্রান্ত সমন্বিত পতাকা এবং বিভিন্ন প্রকার ধ্বজায় শোভিত ছিল। স্বর্ণকবচধারী সৈন্য, তাম্বূলিক এবং বহু সুন্দরী বারাঙ্গনা সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে চলেছিলেন। বহু পদচারী ভৃত্য ছত্র, চামর, নানা প্রকার মূল্যবান মণিরত্ন এবং শোভাযাত্রার উপযুক্ত অন্যান্য সামগ্রী বহন করছিল। এইভাবে ভরত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে নিপতিত হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় তখন দ্রবীভূত হয়েছিল এবং আনন্দে তাঁর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৩৯-৪০

পাদুকে ন্যস্য পুরতঃ প্রাঞ্জলির্বাষ্পলোচনঃ ।
তমাশ্লিষ্য চিরং দোর্ভ্যাং স্নাপয়ন্ নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ৩৯ ॥
রামো লক্ষ্মণসীতাভ্যাং বিপ্রেভ্যো যেঽর্হসত্তমাঃ ।
তেভ্যঃ স্বয়ং নমশ্চক্রে প্রজাভিশ্চ নমস্কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

পাদুকে—পাদুকা দুটি; **ন্যস্য**—স্থাপন করে; **পুরতঃ**—শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে; **প্রাঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি হয়ে; **বাষ্প-লোচনঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **তম্**—তাঁকে, ভরতকে; **আশ্লিষ্য**—আলিঙ্গন করে; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **দোর্ভ্যাম্**—দুই বাহুর দ্বারা; **স্নাপয়ন্**—স্নান করিয়ে; **নেত্রজৈঃ**—নয়নজাত; **জলৈঃ**—জলের দ্বারা; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **লক্ষ্মণ-সীতাভ্যাম্**—লক্ষ্মণ এবং সীতা সহ; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **যে**—এবং অন্যদেরও; **অর্হ-সত্তমাঃ**—পূজনীয়; **তেভ্যঃ**—তাঁদের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নমঃ-চক্রে**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **প্রজাভিঃ**—প্রজাদের দ্বারা; **চ**—ও; **নমস্কৃতঃ**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভরত শ্রীরামচন্দ্রের অগ্রে তাঁর পাদুকা দুটি সমর্পণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অশ্রুজলে ভরতকে স্নান করিয়ে বহুক্ষণ ধরে আলিঙ্গন করেছিলেন। সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পূজনীয় কুলবৃদ্ধদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ তখন ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ধুন্বন্ত উত্তরাসঙ্গান্ পতিং বীক্ষ্য চিরাগতম্ ।
উত্তরাঃ কোসলা মাল্যৈঃ কিরন্তো ননৃতুর্মুদা ॥ ৪১ ॥

ধুন্বন্তঃ—আন্দোলন করে; **উত্তর-আসঙ্গান্**—উত্তরীয় বসন; **পতিম্**—অধিপতি; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **চির-আগতম্**—দীর্ঘ বনবাসের পর প্রত্যাগত; **উত্তরাঃ কোসলাঃ**—অযোধ্যার প্রজাবর্গ; **মাল্যৈঃ কিরন্তঃ**—তাঁকে মাল্য প্রদান করে; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন; **মুদা**—গভীর আনন্দে।

অনুবাদ

অযোধ্যার নাগরিকেরা দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তাঁদের রাজাকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে তাঁকে মাল্য প্রদান করেছিলেন, এবং তাঁদের উত্তরীয় বসন আন্দোলন করে আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ৪২-৪৩

পাদুকে ভরতোঽগৃহ্ণাচ্চামরব্যজনোত্তমে ।
বিভীষণঃ সসুগ্রীবঃ শ্বেতচ্ছত্রং মরুৎসুতঃ ॥ ৪২ ॥
ধনুর্নিষঙ্গাঞ্জত্রুঘ্নঃ সীতা তীর্থকমণ্ডলুম্ ।
অবিভ্রদঙ্গদঃ খড়্গং হৈমং চর্মর্ক্ষরাণ্ নৃপ ॥ ৪৩ ॥

পাদুকে—পাদুকা দুটি; **ভরতঃ**—শ্রীভরত; **অগৃহ্ণাৎ**—বহন করেছিলেন; **চামর**—চামর; **ব্যজন**—পাখা; **উত্তমে**—অতি উৎকৃষ্ট; **বিভীষণঃ**—রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ; **স-সুগ্রীবঃ**—সুগ্রীব সহ; **শ্বেত-ছত্রম্**—শ্বেতছত্র; **মরুৎ-সুতঃ**—পবনপুত্র হনুমান; **ধনুঃ**—ধনুক; **নিষঙ্গান্**—দুটি তূণ; **শত্রুঘ্নঃ**—শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা; **সীতা**—সীতাদেবী; **তীর্থ-কমণ্ডলুম্**—তীর্থের জলে পূর্ণ কমণ্ডলু; **অবিভ্রৎ**—ধারণ করেছিলেন; **অঙ্গদম্**—অঙ্গদ নামক বানর সেনাপতি; **খড়্গম্**—খড়্গ; **হৈমম্**—স্বর্ণনির্মিত; **চর্ম**—কবচ; **ঋক্ষরাট্**—ঋক্ষরাজ জাম্ববান; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্! ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয়, সুগ্রীব এবং বিভীষণ চামর ও উৎকৃষ্ট ব্যজন, হনুমান শ্বেতছত্র, শত্রুঘ্ন ধনুক এবং দুটি তূণ, সীতাদেবী তীর্থজলে পূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ খড়্গ এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববান স্বর্ণকবচ ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

পুষ্পকস্থোনুতঃ স্ত্রীভিঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ।
বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চন্দ্র ইবোদিতঃ ॥ ৪৪ ॥

পুষ্পক-স্থঃ—পুষ্পক বিমানে উপবিষ্ট; **নুতঃ**—পূজিত; **স্ত্রীভিঃ**—রমণীদের দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—বন্দিত হয়ে; **চ**—এবং; **বন্দীভিঃ**—বন্দিদের দ্বারা; **বিরেজে**—শোভা পাচ্ছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **গ্রহৈঃ**—গ্রহদের মধ্যে; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **উদিতঃ**—উদিত।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পুষ্পক রথে উপবিষ্ট ভগবানকে পুরনারীরা প্রার্থনা নিবেদন করছিলেন এবং বন্দীরা তাঁর চরিত্রগাথা কীর্তন করছিলেন। তখন তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝখানে চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৪৫-৪৬

ভ্রাত্রাভিনন্দিতঃ সোঽথ সোৎসবাং প্রাবিশৎ পুরীম্ ।
প্রবিশ্য রাজভবনং গুরুপত্নীঃ স্বমাতরম্ ॥ ৪৫ ॥
গুরূন্ বয়স্যাবরজান্ পূজিতঃ প্রত্যপূজয়ৎ ।
বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চৈব যথাবৎ সমুপেয়তুঃ ॥ ৪৬ ॥

ভ্রাত্রা—তাঁর ভ্রাতা ভরতের দ্বারা; **অভিনন্দিতঃ**—অভিনন্দিত হয়ে; **সঃ**—তিনি, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **অথ**—তারপর; **স-উৎসবাম্**—উৎসব মুখরিত; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পুরীম্**—অযোধ্যাপুরীতে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **রাজ-ভবনম্**—রাজপ্রাসাদে; **গুরু-পত্নীঃ**—কৈকেয়ী প্রভৃতি বিমাতাদের; **স্ব-মাতরম্**—তাঁর মা কৌশল্যাকে; **গুরূন্**—শ্রীবশিষ্ঠ আদি গুরুজনদের; **বয়স্য**—সমবয়স্ক বন্ধুদের; **অবর-জান্**—এবং কনিষ্ঠদের; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **প্রত্যপূজয়ৎ**—প্রত্যভিবাদন করেছিলেন; **বৈদেহী**—সীতাদেবী; **লক্ষ্মণঃ**—লক্ষ্মণ; **চ এব**—এবং; **যথা-বৎ**—যথাযথভাবে; **সমুপেয়তুঃ**—বন্দিত হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর ভ্রাতা ভরত কর্তৃক অভিনন্দিত হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র উৎসব মুখরিত অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। প্রাসাদে প্রবেশকালে তিনি কৈকেয়ী প্রভৃতি

মহারাজ দশরথের অন্যান্য পত্নী অর্থাৎ তাঁর বিমাতাদের, এবং তাঁর নিজের মাতা কৌশল্যাকে প্রণাম করেছিলেন। তিনি বশিষ্ঠ আদি গুরুজনদেরও প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর সমবয়স্ক বন্ধুরা এবং কনিষ্ঠরা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তিনিও তাঁদের প্রত্যভিবাদন করেছিলেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীও সেইভাবে সকলকে অভিবাদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

পুত্রান্ স্বমাতরস্তাস্তু প্রাণাংস্তন্ব ইবোত্থিতাঃ ।
আরোপ্যাঙ্কেঽভিষিঞ্চন্ত্যো বাষ্পৌঘৈর্বিজহুঃ শুচঃ ॥ ৪৭ ॥

পুত্রান্—পুত্রগণ; **স্ব-মাতরঃ**—তাঁদের মাতাগণ; **তাঃ**—তাঁরা, কৌশল্যা এবং কৈকেয়ী প্রমুখ; **তু**—কিন্তু; **প্রাণান্**—জীবন; **তন্বঃ**—দেহ; **ইব**—সদৃশ; **উত্থিতাঃ**—উত্থিত হয়ে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **অঙ্কে**—অঙ্কে; **অভিষিঞ্চন্ত্যঃ**—(তাঁদের পুত্রদের দেহ) অভিষিক্ত করে; **বাষ্প**—অশ্রুর দ্বারা; **ওঘৈঃ**—নিরন্তর বর্ষিত; **বিজহুঃ**—ত্যাগ করেছিলেন; **শুচঃ**—তাঁদের পুত্র বিরহজনিত শোক।

অনুবাদ

মূর্ছিত দেহে চেতনার সঞ্চার হলে যেভাবে দেহ সহসা উত্থিত হয়, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের মাতৃগণ তাঁদের পুত্রদের দর্শন করে সেইভাবে সহসা উত্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কোলে নিয়ে নয়নজলে অভিষিক্ত করে দীর্ঘ বিরহজনিত শোক থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮

জটা নির্মুচ্য বিধিবৎ কুলবৃদ্ধৈঃ সমং গুরুঃ ।
অভ্যষিঞ্চদ্ যথৈবেন্দ্রং চতুঃসিন্ধুজলাদিভিঃ ॥ ৪৮ ॥

জটাঃ—মাথার চুলের জটা; **নির্মুচ্য**—মুণ্ডন করে; **বিধিবৎ**—বিধি অনুসারে; **কুল-বৃদ্ধৈঃ**—কুলবৃদ্ধগণ; **সমম্**—সঙ্গে; **গুরুঃ**—কুলগুরু বশিষ্ঠ; **অভ্যষিঞ্চৎ**—শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন; **যথা**—যেমন; **এব**—সদৃশ; **ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **চতুঃ-সিন্ধু-জল**—চার সমুদ্রের জলের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অভিষেকের অন্যান্য উপকরণ দ্বারা।

অনুবাদ

কুলগুরু বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের জটামোচন করে তাঁর মস্তক মুণ্ডন করিয়েছিলেন, এবং তারপর কুলবৃদ্ধদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চার সমুদ্রের জল দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

এবং কৃতশিরঃস্নানঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ ।
স্বলঙ্কৃতৈঃ সুবাসোভির্ভ্রাতৃভির্ভার্যয়া বভৌ ॥ ৪৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃত-শিরঃ-স্নানঃ**—মস্তক প্রক্ষালন করে স্নান করিয়ে; **সুবাসাঃ**—সুন্দর বসনে সজ্জিত হয়ে; **স্রগ্বি-অলঙ্কৃতঃ**—মাল্য বিভূষিত হয়ে; **সু-অলঙ্কৃতৈঃ**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে; **সু-বাসোভিঃ**—সুন্দর বসনে বিভূষিত; **ভ্রাতৃভিঃ**—ভ্রাতাগণ সহ; **ভার্যয়া**—এবং তাঁর পত্নী সীতাদেবী সহ; **বভৌ**—ভগবান অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পেতে লাগলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে মস্তক মুণ্ডনপূর্বক স্নান করে সুন্দর বসন পরিধান করেছিলেন এবং মাল্য ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে সুন্দর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত ভ্রাতাগণ ও সীতাদেবী সহ শোভা পেতে লাগলেন।

শ্লোক ৫০

অগ্রহীদাসনং ভ্রাত্রা প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ ।
প্রজাঃ স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ ।
জুগোপ পিতৃবদ্ রামো মেনিরে পিতরং চ তম্ ॥ ৫০ ॥

অগ্রহীৎ—গ্রহণ করেছিলেন; **আসনম্**—রাজসিংহাসন; **ভ্রাত্রা**—ভ্রাতা ভরতের দ্বারা; **প্রণিপত্য**—সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করার পর; **প্রসাদিতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রজাঃ**—এবং প্রজাগণ; **স্ব-ধর্মনিরতাঃ**—স্বধর্মনিরত; **বর্ণাশ্রম**—বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে; **গুণ-অন্বিতাঃ**—গুণান্বিত; **জুগোপ**—তাদের পালন করেছিলেন; **পিতৃবৎ**—পিতার মতো; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **মেনিরে**—তাঁরা মনে করেছিলেন; **পিতরম্**—ঠিক পিতার মতো; **চ**—ও; **তম্**—তাঁকে, শ্রীরামচন্দ্রকে।

অনুবাদ

ভরতের প্রণতি এবং শরণাগতিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তখন রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন। পিতা যেমন সস্নেহে পুত্রকে পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তিনি স্বধর্মনিরত বর্ণ ও আশ্রমোচিত গুণযুক্ত প্রজাদের পালন করেছিলেন, এবং প্রজারাও তাঁকে ঠিক তাঁদের পিতার মতো মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

রামরাজ্যের আদর্শ মানুষের অত্যন্ত প্রিয়। এমন কি এখনও রাজনীতিবিদেরা কখনও কখনও রামরাজ্য নামক দল গঠন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করে না। তারা ভগবানকে বাদ দিয়ে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের এই প্রকার প্রচেষ্টা কিন্তু কখনও সার্থক হয় না। রাষ্ট্রসরকার এবং প্রজাদের সম্পর্ক যখন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের সম্পর্কের মতো হয়ে ওঠে, তখনই কেবল রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। পিতা যেই প্রকার স্নেহে পুত্রকে পালন করেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও ঠিক সেইভাবে তাঁর প্রজাদের পালন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর প্রজারাও তাঁকে ঠিক তাঁদের পিতার মতোই বলে মনে করতেন। এইভাবে পিতা-পুত্রের মতো রাজা এবং প্রজার সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত। পুত্রেরা যখন সুশিক্ষিত হয়, তখন তারা পিতা-মাতার বাধ্য হয়, এবং উপযুক্ত পিতা তাঁর সন্তানদের যথাযথভাবে পালন-পোষণ করেন। এইখানে *স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ* পদটির মাধ্যমে সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রজারা সৎ নাগরিক ছিলেন, কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এবং ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস সমন্বিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করতেন। এটিই যথার্থ মানব-সভ্যতা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে মানুষের শিক্ষালাভ করা অবশ্য কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—চারটি বর্ণ গুণ এবং কর্ম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সৎ সরকারের প্রথম কর্তব্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। বর্ণাশ্রম-ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবন্মুখী করা। *বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে*। সমগ্র বর্ণাশ্রম প্রথার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে বৈষ্ণবে পরিণত করা। *বিষ্ণুরস্য দেবতা*। মানুষ যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, তখন তাঁরা বৈষ্ণব হন। এইভাবে বর্ণাশ্রম প্রথার মাধ্যমে মানুষকে বৈষ্ণব হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত, যা শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে ছিল—তখন সকলকেই বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হত।

কেবল আইনকানুন প্রণয়ন করার মাধ্যমেই সৎ নাগরিক সৃষ্টি করা যায় না। তা অসম্ভব। সারা পৃথিবী জুড়ে কত রাজ্য রয়েছে, লোকসভা এবং রাজ্যসভা রয়েছে, কিন্তু তবুও নাগরিকেরা অনাচারী দস্যু-তস্করে পরিণত হচ্ছে। অতএব, কেবল আইন প্রণয়ন করেই সৎ নাগরিক তৈরি করা যায় না; নাগরিকদের যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। ইঞ্জিনিয়ার, আইনজ্ঞ অথবা জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে যেমন স্কুল-কলেজের শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী হওয়ার শিক্ষা স্কুল-কলেজে প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। তার ফলে সৎ নাগরিক হওয়ার প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে (*বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ*)। সাধারণত রাজা বা রাষ্ট্রপতি যদি রাজর্ষি হন, তা হলে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের প্রজাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে, এবং তখন আর রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার কোন সম্ভাবনা থাকবে না, কারণ তখন দস্যু-তস্করের সংখ্যা হ্রাস পাবে। কলিযুগে কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথা উপেক্ষিত হওয়ার ফলে মানুষ সাধারণত দস্যু-তস্করে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক প্রথায় এই প্রকার দস্যু-তস্করেরা স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য দস্যু-তস্করদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং তার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রেই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ও সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করে। সেই সমাজে কেউই সুখী হতে পারে না। কিন্তু সৎ রাষ্ট্রের আদর্শ আমরা শ্রীরামচন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থায় দেখতে পাই। মানুষ যদি তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে, তা হলে পৃথিবীর সর্বত্র রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

শ্লোক ৫১

ত্রেতায়াং বর্তমানায়াং কালঃ কৃতসমোঽভবৎ ।
রামে রাজনি ধর্মজ্ঞে সর্বভূতসুখাবহে ॥ ৫১ ॥

ত্রেতায়াম্—ত্রেতাযুগে; **বর্তমানায়াম্**—সেই যুগে বর্তমান থাকলেও; **কালঃ**—সময়; **কৃত**—সত্যযুগের; **সমঃ**—সমান; **অভবৎ**—হয়েছিল; **রামে**—শ্রীরামচন্দ্রের উপস্থিতির ফলে; **রাজনি**—শাসনকারী রাজারূপে; **ধর্মজ্ঞে**—যেহেতু তিনি ছিলেন পূর্ণরূপে ধর্মপরায়ণ; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবের; **সুখ-আবহে**—পূর্ণ সুখ প্রদান করে।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র রাজা হয়েছিলেন ত্রেতাযুগে, কিন্তু যেহেতু তাঁর শাসন-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুন্দর, তাই তখনকার অবস্থা হয়েছিল ঠিক সত্যযুগের মতো। সেখানে সকলেই ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং সর্বতোভাবে সুখী।

তাৎপর্য

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চার যুগের মধ্যে কলিযুগ হচ্ছে সব চাইতে নিকৃষ্ট, কিন্তু এই কলিযুগেও যদি বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রথা প্রবর্তন করা যায়, তা হলে এই কলিযুগেও সত্যযুগের আবির্ভাব সম্ভব। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বা কৃষ্ণভক্তির আন্দোলন।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

"হে রাজন্! এই কলিযুগ যদিও পাপে পূর্ণ, তবুও এই যুগে একটি সদ্‌গুণ রয়েছে—কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়া যায়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/৩/৫১) মানুষ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, তা হলে তাঁরা নিঃসন্দেহে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হবেন, এবং এইভাবে মানুষ স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগের মানুষদের মতো সুখী হতে পারবেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে, অনায়াসে এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন—তাঁকে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে, বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে হবে এবং পাপময় জীবন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেউ যদি পাপাসক্ত হয় এবং তার পাপপঙ্কিল জীবন ত্যাগ নাও করতে পারে, তবুও যদি সে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, তা হলে অবশ্যই সে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে এবং তার জীবন সার্থক হবে। *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্।* এটিই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ, যিনি কলিযুগে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৫২

বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিন্ধবঃ ।
সর্বে কামদুঘা আসন্ প্রজানাং ভরতর্ষভ ॥ ৫২ ॥

বনানি—বন; **নদ্যঃ**—নদী; **গিরয়ঃ**—পাহাড়-পর্বত; **বর্ষাণি**—বর্ষ; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **সিন্ধবঃ**—সমুদ্র; **সর্বে**—সমস্ত; **কাম-দুঘাঃ**—স্ব-স্ব ঐশ্বর্যে পূর্ণ; **আসন্**—হয়েছিল; **প্রজানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরত-কুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে বন, নদী, পাহাড়-পর্বত, বর্ষ, সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্র—সবই তখন প্রজাবর্গের সর্বকামদায়ক হয়েছিল।

শ্লোক ৫৩

নাধিব্যাধিজরাগ্লানিদুঃখশোকভয়ক্লমাঃ ।
মৃত্যুশ্চানিচ্ছতাং নাসীদ্ রামে রাজন্যধোক্ষজে ॥ ৫৩ ॥

ন—না; **আধি**—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ক্লেশ (অর্থাৎ দেহ ও মন জাত, অন্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত এবং প্রকৃতি প্রদত্ত ক্লেশসমূহ); **ব্যাধি**—রোগ; **জরা**—বার্ধক্য; **গ্লানি**—সন্তাপ; **দুঃখ**—দুঃখ; **শোক**—শোক; **ভয়**—ভয়; **ক্লমাঃ**—এবং ক্লান্তি; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **চ**—ও; **অনিচ্ছতাম্**—যাঁরা অনিচ্ছুক তাঁদের; **ন আসীৎ**—ছিল না; **রামে**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে; **রাজনি**—তিনি রাজা ছিলেন বলে; **অধোক্ষজে**—জড়াতীত পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন এই পৃথিবীতে রাজত্ব করছিলেন, তখন সমস্ত দৈহিক এবং মানসিক ক্লেশ, ব্যাধি, জরা, সন্তাপ, দুঃখ, শোক, ভয় ও ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল। এমন কি ইচ্ছা না করলে মৃত্যুও কারও কাছে উপস্থিত হত না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সারা পৃথিবীর রাজারূপে বিরাজ করছিলেন বলে এই সমস্ত সুযোগগুলি তখন মানুষেরা লাভ করেছিলেন। সমস্ত যুগের মধ্যে নিকৃষ্টতম এই কলিযুগেও সেই রকম পরিস্থিতি অচিরেই সৃষ্টি করা সম্ভব। বলা হয়েছে, *কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার*—এই কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা যদি নিরপরাধে এই মন্ত্র কীর্তন করি, তা হলে এই যুগেও শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং মঙ্গলজনক। এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসারের ফলে এই কলিযুগেও সেই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব।

শ্লোক ৫৪

একপত্নীব্রতধরো রাজর্ষিচরিতঃ শুচিঃ ।
স্বধর্মং গৃহমেধীয়ং শিক্ষয়ন্ স্বয়মাচরৎ ॥ ৫৪ ॥

এক-পত্নী-ব্রত-ধরঃ—দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করার অথবা অন্য কোন রমণীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার ব্রত গ্রহণ করে; **রাজর্ষি**—রাজর্ষির মতো; **চরিতঃ**—যাঁর চরিত্র; **শুচিঃ**—শুদ্ধ; **স্ব-ধর্মম্**—স্বীয় বৃত্তি; **গৃহ-মেধীয়ম্**—বিশেষ করে যারা গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত; **শিক্ষয়ন্**—(স্বয়ং আচরণ করে) শিক্ষা দিয়ে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আচরৎ**—তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র কেবল একজন মাত্র পত্নী গ্রহণ করার এবং অন্য কোন রমণীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রাজর্ষি এবং তাঁর চরিত্র ছিল রাগ, দ্বেষ আদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি সকলকে সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে গৃহস্থদের আচরণীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম। এইভাবে তিনি স্বয়ং আচরণ করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একপত্নীব্রত, কেবল এক পত্নী গ্রহণ করার এক মহান আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র স্থাপন করে গেছেন। একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ করা উচিত নয়। তখনকার দিনে অবশ্য মানুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করতেন, এমন কি শ্রীরামচন্দ্রের পিতাও একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, একজন আদর্শ রাজারূপে, কেবল এক পত্নী সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। রাবণ এবং রাক্ষসেরা যখন সীতাদেবীকে হরণ করে, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শত-সহস্র সীতাকে বিবাহ করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পত্নীর প্রতি তিনি যে কত নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অবশেষে তাকে সংহার করেছিলেন। কেবল এক পত্নী গ্রহণ করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান রাবণকে দণ্ডদান করেছিলেন এবং নিজের পত্নীকে উদ্ধার করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এক পত্নীর পাণিগ্রহণপূর্বক আদর্শ চরিত্র প্রকাশ করে গৃহস্থদের জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। গৃহস্থদের কর্তব্য শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করা, এবং শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ পুরুষ হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেছেন। গৃহস্থ

হওয়া অথবা স্ত্রী-পুত্রসহ বসবাস করা কখনই নিন্দনীয় নয় যদি মানুষ বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করেন। যাঁরা সেই বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করেন, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ নির্বিশেষে তাঁদের সকলেরই গুরুত্ব সমান।

শ্লোক ৫৫

প্রেম্ণানুবৃত্ত্যা শীলেন প্রশ্রয়াবনতা সতী ।
ভিয়া হ্রিয়া চ ভাবজ্ঞা ভর্তুঃ সীতাহরন্মনঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রেম্ণা অনুবৃত্ত্যা—শ্রদ্ধা এবং প্রেম সহকারে পতির সেবা করার ফলে; **শীলেন**—এই প্রকার সৎ চরিত্রের দ্বারা; **প্রশ্রয়-অবনতা**—সর্বদা অত্যন্ত বিনীত এবং পতির প্রসন্নতা বিধানে প্রস্তুত; **সতী**—সতী; **ভিয়া**—ভয়ের দ্বারা; **হ্রিয়া**—লজ্জার দ্বারা; **চ**—ও; **ভাবজ্ঞা**—(পতির) মনোভাব বুঝতে পেরে; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্রের; **সীতা**—সীতাদেবী; **অহরৎ**—হরণ করেছিলেন; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

সীতাদেবী ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র, শ্রদ্ধাশীলা, লজ্জাবতী এবং পতিব্রতা। তিনি সর্বদা তাঁর পতির মনোভাব বুঝতে পারতেন। এইভাবে তাঁর চরিত্র, প্রেম এবং সেবার দ্বারা তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত সর্বতোভাবে আকর্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীরামচন্দ্র যেমন ছিলেন একজন আদর্শ পতি (*একপত্নীব্রত*), সীতাদেবীও তেমন আদর্শ পত্নী ছিলেন। এই প্রকার মিলনের ফলে দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের হয়। *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*—মহান ব্যক্তিরা যে আদর্শ স্থাপন করেন, সাধারণ মানুষেরা তা অনুসরণ করে। যদি রাজা, নেতা, ব্রাহ্মণ এবং শিক্ষকেরা বৈদিক শাস্ত্রের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা হলে সারা পৃথিবী স্বর্গসদৃশ হয়ে উঠবে। বস্তুতপক্ষে, তখন আর এই জড় জগতে কোন রকম নারকীয় অবস্থা থাকবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।